তাবলীগের কাজ কি?

(ছয় নম্বর ও আয়নায়ে হুরের বয়ান সহ)

হাফেজ মাওলানা মুফ্‌তী হাবীব ছামদানী

সূচী পত্র

contents

contents

ছয় নম্বর

নাহ্‌মাদুহু ওয়ানুসাল্লী আলা রাসূলিহিল কারীম।

কয়েকটি গুণের উপর মেহনত করে আমল করতে পারলে দ্বীনের উপর চলা সহজ।

গুণ কয়টি হল ঃ (১) কালেমা, (২) নামাজ, (৩) ইলম ও যিকির, (৪) ইকরামুল মুসলিমীন, (৫) তাসহীহে নিয়্যত, (৬) তাবলীগ।

(এক) কালেমা – لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

(লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।)

অর্থ ঃ আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, আর হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তা'আলার রাসূল।

কালেমার উদ্দেশ্য ঃ আমাদের দুই চোখে যা কিছু দেখি আর না দেখি আল্লাহ ছাড়া সবই মাখলূক। আর মাখলুক কিছুই করতে পারে না আল্লাহ্‌র হুকুম ছাড়া। আল্লাহ সবকিছু করতে পারেন মাখলূক ছাড়া।

একমাত্র হুজুর (সা.)-এর নূরানী তরীকায় দুনিয়া এবং আখেরাতের শান্তি ও কামিয়াবী।

কালেমার লাভ ঃ যে ব্যক্তি একীন ও এখলাছের সাথে এ কালেমা একবার পাঠ করবে, আল্লাহ্‌পাক তার পিছনের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দিবেন।

হাদীসে আছে, যেই ব্যক্তি প্রতিদিন এ কালেমা ১০০ বার পাঠ করবে কিয়ামতের দিন তার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল করে উঠাবেন।

কালেমার লাভ ঃ ১। হুজুরে পাক (সা.) ইরশাদ করেন– যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ ভাবে অজু করে। অতঃপর কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করে আল্লাহপাক তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেন, সে ব্যক্তি যেই দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

২। হুজুর (সা.) ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি কালেমায়ে তাইয়্যেব একশত বার পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন তার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জল করে উঠানো হবে।

৩। হুজুর (সা.) ইরশাদ করেন, শিশুরা যখন কথা বলতে আরম্ভ করে তখন তাকে কালেমা শিক্ষা দাও।

৪। হুজুর (সা.) ইরশাদ করেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর চেয়ে বড় কোন আমল নেই এবং তা গুনাহকে মাফ না করাইয়া ছাড়ে না।

৫। হুজুর (সা.) ইরশাদ করেন, ঈমানের ৭০টি শাখা রয়েছে। আরেক বর্ণনায় রয়েছে, ৭৭টি শাখা আছে। তন্মধ্যে সর্বোত্তম হল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু পাঠ করা।

৬। হুজুর (সা.) ইরশাদ করেন, শ্রেষ্ঠ যিকির হল, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু পাঠ করা।

৭। হুজুর (সা.) ইরশাদ করেন, যখন কোন বান্দা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু পাঠ করে তখন আল্লাহ তার সমর্থনে বলেন, আমার বান্দা সত্য বলেছে, আমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই।

৮। হুজুর (সা.) এরশাদ করেন, যে বান্দা অন্তরের সাথে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাক্ষ্য দেয়ার পর ইন্তেকাল করল, সে নিশ্চয়ই জান্নাতে প্রবেশ করবে।

৯। যদি কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি এখলাছের সাথে এই কালেমা পাঠ করে তবে সে ব্যক্তি পাপী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ পাক তাকে মাফ করে দিতে পারেন। কারণ আল্লাহ্র অনুগ্রহের কোন সীমা নেই।

১০। হুজুর (সা.) এরশাদ করেন, সে পাক জাতের কসম! যার হাতে আমার জীবন, যদি সমগ্র আসমান-যমীন এক পাল্লায় রাখা হয় আর কালেমায়ে শাহাদাত অপর পাল্লায় রাখা হয় তবে কালেমার পাল্লা ভারী হয়ে যাবে।

১১। হুজুর (সা.) এরশাদ করেন, কোন ব্যক্তি দিবা-রাত্রির যে কোন সময় লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু পাঠ করবে তার আমলনামা হতে পাপসমূহ মুছে তৎপরিবর্তে নেকী লিখে দেওয়া হয়।

কালেমা হাসিল করার তরীকা ঃ এই কালেমা আমি বেশী বেশী পাঠ করি আর লাভ জানিয়ে অপর ভাইকে দাওয়াত দেই ও দোয়া করি।

(দুই) নামাজ

নামাজের উদ্দেশ্য ঃ হুজুর পাক (সা.) যেভাবে নামাজ পড়তে বলেছেন এবং সাহাবাদেরকে যেভাবে নামাজ শিক্ষা দিয়েছেন সেভাবে নামাজ পড়ার যোগ্যতা অর্জন করা।

নামাজের ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে গুরুত্ব সহকারে আদায় করবে, আল্লাহপাক তাকে নিজ দায়িত্বে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

যে ব্যক্তি নামাজের ব্যাপারে যত্নবান হবেন, আল্লাহপাক তার যিম্মাদারী নিবেন। আর যে ব্যক্তি নামাজের ব্যাপারে যত্নবান হবে না, আল্লাহ্ তার কোন দায়িত্ব নিবেন না।

নামাজের লাভ ঃ ১। হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। প্রিয় নবী (সা.) এরশাদ করেন– কোন ব্যক্তির জামায়াতের সাথে নামাজ পড়ার ছাওয়াব ঘরে কিংবা বাজারে একাকী পড়ার চাইতে পঁচিশ গুণ বেশী। (বুখারী শরীফ)

২। প্রিয় নবী (সা.) এরশাদ করেন– জামায়াতের নামাজে একা নামাজ হতে ২৭ গুণ বেশী ছাওয়াব। (বুখারী শরীফ)

৩। প্রিয় নবী (সা.) এরশাদ করেন– যদি কোন ব্যক্তি উত্তম রূপে অজু করে নামাজ আদায়ের নিয়্যতে মসজিদে গিয়ে দেখে নামাজ শেষ হয়ে গেছে তবে সে জামায়াতে নামাজ আদায়ের ছাওয়াব পাবে এবং জামায়াত প্রাপ্তদের ছাওয়াব বিন্দু মাত্রও কম করা হবে না। (আবু দাউদ)

৪। হে নবী! আপনার পরিজনদেরকে নামাজের হুকুম করুন ও আপনি নামাজের ব্যাপারে যত্নবান হোন। আপনার নিকট আমি কোন রিজিক চাই না। কেননা রিযিক তো আমিই আপনাকে দান করব।

৫। প্রিয় নবী (সা.) এরশাদ করেন– যারা রাতের অন্ধকারে বেশী বেশী করে মসজিদে গমন করে, তাদেরকে কিয়ামতের দিবসের পূর্ণ নূরের সুসংবাদ দান করুন। (ইবনে মাজাহ্)

৬। একটি হাদিছে আছে, কষ্টের সময় অজু করা, মসজিদের দিকে গমন করা এবং এক নামাজের পর অন্য নামাজের অপেক্ষায় বসে থাকা গুনাহ্ সমূহকে ধৌত করে দেয়। (জামেউছ ছগীর)

৭। প্রিয় নবী (সা.) এরশাদ করেন– আমার চক্ষুর তৃপ্তি হল নামাজ।

(৮) হুজুর আকরাম (সা.)) বলেন– কিয়ামতের দিবসে সর্বাগ্রে নামাজের হিসাব নেওয়া হবে। যদি এটা ঠিক সাব্যস্ত হয় তবে বাকি আমলও ঠিক বলে প্রমাণিত হবে। আর নামাজ ত্রুটিপূর্ণ হলে অবশিষ্ট আমলও ত্রুটিপূর্ণ হবে।

(৯) হুজুর (সা.) এরশাদ করেন, যে নামাজে ক্বেরাআত লম্বা হয় উহাই শ্রেষ্ঠ নামাজ।

(১০) হযরত আনাছ (রা.) হতে বর্ণিত। নবীয়ে করীম (সা.) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে চল্লিশ দিন যাবত প্রথম তাকবীরের সাথে জামায়াতে নামাজ পড়বে, তার জন্য দুটি পরওয়ানা লেখা হয়, একটি জাহান্নাম হতে রক্ষা পাওয়ার ও অপরটি মুনাফেকী হতে মুক্ত থাকার। (তিরমিযী)

(১১) হযরত হুজায়ফা (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.) যখন কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতেন তৎক্ষণাৎ নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন।

নামাজ হাসিল করার তরীকা ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামায়াতের সাথে আদায় করি, ওয়াজিব ও সুন্নাত নামাজের প্রতি যত্নবান হই ও কাযা নামাজগুলো খুঁজে খুঁজে আদায় করি। নামাজের লাভ জানিয়ে অপর ভাইকে দাওয়াত দেই ও সমগ্র উম্মতে মুহাম্মদির জন্য দোয়া করি।

(তিন) ইলম ও যিকির

মাকসূদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার কখন কি আদেশ-নিষেধ ও হুজুর (সা.) এর তরীকা জেনে সে অনুযায়ী আমল করা।

লাভ ঃ কোন ব্যক্তি এলমে দ্বীন হাসিল করার সময় মারা গেলে সে শহীদি মর্তবা লাভ করবে।

contents

এলেমের লাভ ঃ ১। হযরত উছমান (রাঃ) হতে বর্ণিত। হুজুরে পাক (সা.) এরশাদ করেন– তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ, যিনি কুরআন শরীফ শিখেছেন ও অপরকে শিক্ষা দিয়েছেন। (বুখারী শরীফ)

২। হযরত আবূ যার (রা.) বলেন, আমি হুজুর (সা.) হতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এলমে দ্বীন শিক্ষা করার জন্য পথে বাহির হয় আল্লাহ পাক তার জন্য বেহেশ্‌তের রাস্তা সহজ করে দেন আর ফেরেশ্‌তাগণ তালেবে এলমের সম্মানের জন্য পাখা বিছিয়ে দেন এবং আসমান-যমীনের সকল মাখলুক তার জন্য ইস্তেগফার করতে থাকে। (হায়াতে সাহাবা)

৩। এহ্‌ইয়াউল উলূম গ্রন্থে উল্লেখ আছে, কোন বান্দা একটি সূরা পাঠ করতে আরম্ভ করলে ফেরেশ্‌তাগণ সূরা শেষ না করা পর্যন্ত তার জন্য রহমতের দোয়া করতে থাকেন।

৪। হযরত উকবা ইবনে আমের (রাঃ) বলেন, আমি হুজুরে আকদাছ (সা.) কে বলতে শুনেছি, যদি কুরআনে পাককে চর্মের মধ্যে আবদ্ধ করে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে তবে তা দগ্ধ হবে না। (দারেমী)

৫। হযরত ইবনে আব্বাছ (রাঃ) বলেন, হুজুর (সা.) এরশাদ করেন– যার অন্তরে কুরআনের শিক্ষা নেই, তা বিরাণ ঘর সমতুল্য। (তিরমিজি শরীফ)

৬। হযরত ইবনে ওবায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। হুজুর (সা.) বলেন, আল্লাহ পাক কুরআন তেলাওয়াতকারীর আওয়াজের প্রতি সে ব্যক্তির চেয়ে অধিক কর্ণপাত করেন, যে আপন গায়িকা বাঁদীর গানের প্রতি কর্ণপাত করে। ইবনে মাজাহ্

৭। যদি কোন ব্যক্তি স্বাস্থ্য রক্ষায় বড় যত্নবান হয় তাহলে প্রতিদিন ব্যায়াম করা, ভোরে গোছল করা, ভ্রমণ করার অভ্যাস করা, তবে কালামে পাক অন্তরের যাবতীয় রোগ দূর করার ও সূরায়ে ফাতেহা যাবতীয় রোগ মুক্তির উপায়।

৮। অনেকে ধন-সম্পদ জমা করায় অভ্যস্ত। খাওয়া পরার কষ্ট স্বীকার করে দিবা-রাত্রি ব্যস্ত। তবে হুজুরে পাক (সা.) বলেন, সঞ্চয়ের জন্য কুরআনপাক তিলাওয়াত করাই যথেষ্ট।

৯। এলেম শিক্ষা করার জন্য যে ব্যক্তি ঘর থেকে বের হয় এবং এ অবস্থায় মারা যায় আল্লাহ পাক তাহাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করেন।

১০। আপনি যদি দুনিয়ার যাবতীয় ঝামেলা হতে মুক্ত থাকতে চান তবে কালামে পাকে লিপ্ত হোন।

১১। হুজুরে আকরাম (সা.) এরশাদ করেন– তোমাদের মধ্যে কেউ কি এটা পছন্দ করে, সে বাড়ি ফিরে তিনটি মোটা-তাজা গর্ভবতী উটনী তথায় পাবে। আমরা বললাম নিশ্চয়ই আমরা এটা পছন্দ করি। হুজুর (সা.) বলেন, নামাজের মধ্যে তিনটি আয়াত পাঠ করা, তিনটি মোটা-তাজা গর্ভবতী উটনী পাওয়ার চেয়ে উত্তম। (মুসলিম)

হাসিল করার তরীকা ঃ এলেম দুই ভাবে শিখি, ফাযায়েলে এলেম ও মাসায়েলে এলেম। ফাযায়েলে এলেম আমরা কিতাবের তা'লীমী হালকা থেকে শিখি আর মাসায়েলে এলেম উলমায়ে কেরামদের থেকে জেনে নিই। এলেমের লাভ জানিয়ে অপর ভাইকে দাওয়াত দেই ও সবার জন্য দোয়া করি।

যিকিরের মাকসূদ ঃ সকল সময় আল্লাহ্র ধ্যান-খেয়াল অন্তরে পয়দা করা।

যিকিরের ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি যিকির করতে করতে জিহ্বাকে তর-তাজা রাখবে, কিয়ামতের দিন সে হাসতে হাসতে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

যিকিরের লাভ ঃ ১। যারা সর্বদা যিকিরে মগ্ন থাকবে তারা হাসতে হাসতে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে।

২। যিকিরের মজলিস ফেরেশ্তাদেরই মজলিস।

৩। হুজুর (সা.) এরশাদ করেন, আল্লাহ্ পাক বলেন যে, তুমি ফজরের নামাজের পরে ও আসরের নামাজের পরে কিছুক্ষণ আমার যিকির করে নাও। আমি মধ্যবর্তী সময়ের জন্য যথেষ্ট হব।

৪। আল্লাহ্ পাকক জাকেরীনদের (যিকিরকারী) জন্য ফেরেশ্তাদের উপর গর্ব করে থাকেন।

৫। আরামের সময় আল্লাহ্র যিকির করলে বিপদের সময় আল্লাহ্ পাক তাকে স্মরণ করে থাকেন।

৬। যিকিরের সাথে যদি নির্জনে ক্রন্দনও করা যায় তবে কিয়ামতের ভীষণ রৌদ্রতাপে যখন মানুষ দিশাহারা হয়ে যাবে তখন সে আরশের নীচে ছায়া পাবে।

৭। যিকির বেহেশ্তের চারা গাছের সমতুল্য।

৮। যিকির আল্লাহ্র সন্তুষ্টির কারণ।

৯। যিকির অন্তর হতে চিন্তা-ফিকিরকে দূর করে দেয়।

১০। যিকির দিলকে জিন্দা করে।

হাফেজ ইবনে তাইমিয়া বলেন, যিকির দিলের জন্য সেরূপ, মাছের জন্য পানি যেরূপ।

১১। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি এক বার দুরূদ পাঠ করে, আল্লাহ্ পাক তার ১০টি গুনাহ মাফ করে দেন, ১০টি রহমত নাজিল করেন, ১০টি দরজা বুলন্দ করে দেন এবং তার আমলনামায় ১০টি নেকী লিখে দেন।

যিকির হাসিল করার তরীকা ঃ শ্রেষ্ঠ যিকির হল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু। আফযাল যিকির হল কুরআন তেলাওয়াত করা। সকাল-বিকাল তিন তাসবীহ আদায় করা।

১০০ বার سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ (সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার)।

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ ১০০ বার

'আসতাগফিরুল্লা-হাল্লাজী লা-ইলাহা ইল্লাহুয়াল হাইউল কাইউম ওয়া আতূবু ইলাইহি' পড়া।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَسَلِّمُوْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا ১০০ বার

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিনিন নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা কাছীরা পড়া।

এই তাসবিহগুলো সকালে তিনশত বার বিকালে তিনশত বার আদায় করি। মাসনূন দোয়াগুলো ঠিক মত আদায় করি ও যিকিরের লাভ জানিয়ে অপর ভাইকে দাওয়াত দেই ও দোয়া করি।

(চার) একরামুল মুসলিমীন

মাকসুদ ঃ প্রত্যেক মুসলমান ভাইয়ের কিমত ও মূল্য জেনে তার সম্মান করা।

ফযীলত ঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের উপকার করার চেষ্টা করে তবে আল্লাহপাক তাকে দশ বছর ই'তেকাফ করার ছাওয়াব দান করবেন।

একরাম হাসিল করার তরীকা ঃ আমরা আলেমদের তাযীম করি, বড়দের শ্রদ্ধা করি, ছোটদের স্নেহ করি। এর ফযীলত জানিয়ে অপর ভাইকে দাওয়াত দেই।

ইকরামূল মুসলিমীনের ফযীলত ১০ টি ঃ

১। নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কারো কোন দ্বীনি বা দুনিয়াবী হাজত বা প্রয়োজন তাকে খুশী করার উদ্দেশ্যে পুরা করল তবে নিঃসন্দেহ সে আমাকেই খুশী করল এবং যে ব্যক্তি আমাকে খুশী করল বস্তুতঃ সে আল্লাহ্ তা'আলাকেই খুশী বা সন্তুষ্ট করলো। তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

২। এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের একটি হাজত পুরা করবে, সে হজ্জ বা ওমরা পালনকারী ব্যক্তির ন্যায় ছাওয়াব পাবে।

৩। হুজুর আকরাম (সা.) ইরশাদ করেছেন– যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের প্রয়োজন মিটানোর জন্য অগ্রসর হবে এবং সাধ্যমত চেষ্টা করবে, তার জন্য এটা দশ বৎসর ই'তেকাফের থেকেও উত্তম হবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য একদিন ই'তেকাফ করে আল্লাহ্ পাক তার ও

জাহান্নামের আগুনের মাঝে ৩টি খন্দক (পরিখা) অন্তরায় করে দিবেন। এদের দূরত্ব আস্‌মান হতে যমীনের দূরত্বের চাইতেও বেশী। (তিবরানী, বায়হাকী)

৪। হুজুর (সা.) ইরশাদ করেছেন– যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ ত্রুটি ঢেকে রাখে, আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দাকে সাহায্য করতে থাকবেন, যতক্ষণ সে মুসলমান ভাইয়ের সাহায্য করতে থাকে। (মুসলিম, আবূ দাউদ)

৫। নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন– যেসব লোক (মাখলুকের) উপর দয়া করে আল্লাহ্ তা'আলাও তাদের উপর দয়া করেন। তোমরা যমীনবাসীদের উপর দয়া কর, তাহলে আসমানবাসী তোমাদের উপর দয়া করবে। (আবূ দাউদ)

৬। নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন– কোন মুসলমান ভাইয়ের একটি হাজত পুরা করলে আল্লাহ্ তা'আলা তার ৭৩টি হাজত পুরা করবেন। একটি দুনিয়াতে বাকী ৭২টি আখেরাতে।

৭। নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন– তিন প্রকার লোককে সম্মান করা, যেমন আল্লাহ্ তা'আলাকে সম্মান করা। (১) বৃদ্ধ মুসলমান। (২) কুরআনের বাহক যিনি এতে কোন কোন প্রকার পরিবর্তন পরিবর্ধন করেন না। (৩) ন্যায় পরায়ণ শাসনকর্তা। (তারগীব, আবু দাউদ)

৮। যে বিপদগ্রস্ত মুসলমানকে সাহায্য করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সেদিন সাহায্য করবেন, যেদিন সে সাহায্যের মুহ্‌তাজ হবে।

৯। হাশরের ময়দানে ঘোষণা করা হবে, উম্মতে মুহাম্মদীর ফকিরগণ! উঠ এবং জাহান্নামীদের কাতারে যাও। যে কেউ তোমাদেরকে খানা খাওয়াইয়াছে অথবা পুরাতন এবং নতুন কাপড় দিয়েছে অথবা যে কোনভাবে সাহায্য করেছে তাদের হাত ধরে বেহেশ্‌তে পৌঁছিয়ে দাও।

১০। যে যমীনওয়ালার উপর রহম করে আসমানওয়ালা (আল্লাহ) তার প্রতি রহম করবেন। (হাদীছ)

(পাঁচ) তাসহীহে নিয়্যত

মাকসূদ ঃ আমরা যে কোন কাজ করি তা আল্লাহ্‌কে রাজি-খুশী করার জন্য করি।

ফযীলত ঃ নিয়্যতকে সহী করে সামান্য খুরমা দান করলে আল্লাহ্‌পাক সেটাকে বাড়িয়ে উহুদ পাহাড় পরিমাণ ছাওয়াব কিয়ামতের দিন দান করবেন। আর যদি নিয়্যত সহী না করে পাহাড় পরিমাণও দান করি তাহলে খুরমা পরিমাণ ছাওয়াবও পাওয়া যাবে না।

তাসহীহে নিয়্যতের লাভ ঃ ১। হযরত মুয়ায (রা.) বলেন, হুজুর (সা.) আমাকে যখন ইয়ামান পাঠালেন তখন বিদায়কালে আমি শেষ উপদেশের

অনুরোধ জানালে হুজুর (সা.) প্রত্যেক কাজই এখলাছ ও আন্তরিকতার সাথে সম্পন্ন করতে বলেন। এখলাছের সাথে সামান্যতম আমলও অনেক বড়।

২। যে ব্যক্তি এখালাছের সাথে সাথে আল্লাহ্‌কে রাজী করার নিয়্যতে একটি খুরমা দান করেন। আল্লাহ্ পাক তার ছাওয়াব বাড়িয়ে উহুদ পাহাড় বরাবর করে দেন। (ছাদাকাত)

৩। কোন মুসলিম মাতা তার বাচ্চাকে যদি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দুধ পান করায় তাঁর প্রত্যেক ফোঁটা দুধের বিনিময়ে একটি নেকী তার আমলনামায় লেখা হয়।

৪। একটি হাদীসে আছে আল্লাহ তা'আলা আমলসমূহের মধ্যে সে আমলই কবুল করেন যা একমাত্র আল্লাহ্ পাকের উদ্দেশ্যে করা হয়। (তাবলীগ)

৫। হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ভয়ে কেঁদেছে, এমন কি তার চোখের এক ফোঁটা পানিও মাটিতে পড়েছে, কিয়ামতের দিন তাকে কোন আযাব দেয়া হবে না। (ফাঃ যিকির)

৬। একটি হাদীসে আছে, যে চক্ষু আল্লাহ্‌র ভয়ে ক্রন্দন করে, তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম।

৭। আল্লাহ্‌কে রাজি করার নিয়্যতে নিজের থাকার জন্য ঘর তৈয়ার করলে, সে ঘর যতদিন থাকবে, ততদিন আল্লাহপাক তার আমলনামায় নেকী দান করবেন।

৮। হাদীসে বর্ণিত আছে– কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে এক ঘোষণাকারী উচ্চস্বরে ঘোষণা করবে, যে ব্যক্তি কোন আমলের মধ্যে কাউকে শরীক করেছে, সে যেন আজ তার প্রতিদান তার কাছ থেকেই চেয়ে নেয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা যে কোন প্রকার অংশীদারীত্ব হতে মুক্ত। (মেশকাত)

৯। হুজুর পাক (সা.) এরশাদ করেন– দ্বীনের কাজে এখলাছের প্রতি গুরুত্ব দিবে। এখলাছের সাথে অল্প আমলই যথেষ্ট।

১০। হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে বলতে শুনেছি। নিশ্চয় ফলাফল মানুষের নিয়্যত অনুসারে হয়। প্রত্যেক মানুষ তার কাজের ফলাফল আল্লাহ্‌র নিকট তদ্রূপই পাবে যেরূপ নিয়্যত করবে।

১১। হুজুর (সঃ) এরশাদ করেন– আল্লাহ তা'আলা দুর্বল ব্যক্তিদের উছিলায় এই উম্মতের সাহায্য করে থাকেন। তাদের দোয়া, নামাজ ও এখলাছের বরকতে সাহায্য এসে থাকে।

সহীহ্ নিয়্যত হাসিল করার তরীকা ঃ প্রত্যেক কাজ করার আগে লক্ষ্য করি যে এতে আল্লাহ্‌র হুকুম ও হুজুর (সঃ) এর তরীকা ঠিক আছে কিনা এবং তা আল্লাহ্‌কে রাজী-খুশী করার জন্য করছি কিনা। প্রত্যেক কাজের শেষে এস্তেগফার পড়ি। এর লাভ জানিয়ে অপর ভাইকে দাওয়াত দেই।

(ছয়) দাওয়াতে তাবলীগ

মাকসুদ ঃ আল্লাহ্র দেওয়া জান-মাল নিয়ে আল্লাহ্র রাস্তায় বের হয়ে এর সহীহ্ ব্যবহার শিক্ষা করা।

ফযীলত ঃ এই কাজ শিক্ষা করার জন্য প্রথমে তিন চিল্লা (চার মাস) সময় আল্লাহর রাস্তায় লাগিয়ে এই কাজ শিক্ষা করতে হয়। প্রথমে চার মাস সময় লাগিয়ে এই কাজ শিক্ষা করি এবং মৃত্যু পর্যন্ত এ কাজ করার নিয়্যত করি।

তাবলীগের লাভ ঃ ১। সে ব্যক্তির কথার চেয়ে ভাল কথা আর কার হতে পারে, যে মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকে, নেক আমল করে এবং বলে যে, নিশ্চয় আমি মুসলমানদের মধ্য হতে একজন।

২। তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। মানুষের মঙ্গলের জন্যই তোমাদেরকে বের করা হয়েছে। তোমাদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ এই যে, তোমরা সৎকাজের আদেশ করে থাক ও অসৎ কাজে বাধা প্রদান করে থাক এবং আল্লাহ্র উপর ঈমান এনে থাক।

৩। হুজুর (সা.) বলেছেন, খোদার কছম খেয়ে বলছি, তোমার হেদায়েত ও উপদেশ দ্বারা যদি একজন লোকও সৎ পথে আসে তবে তা তোমার জন্য লক্ষ লক্ষ মুদ্রা দান করা অপেক্ষাও অধিক শ্রেষ্ঠ।

৪। আল্লাহ্ তাআলার রাস্তায় ধূলাবালি আর জাহান্নামের ধোঁয়া একত্রিত হবে না।

৫। কেউ যদি আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় এক টাকা খরচ করে, আল্লাহ্পাক তাকে সাত লক্ষ টাকা দান করার ছাওয়াব দিয়ে থাকেন।

৬। আল্লাহ পাকের রাস্তায় বাহির হয়ে যে কোন আমল করবে, আল্লাহ্ পাক সে আমলের ছাওয়াবকে ৪৯ (ঊনপঞ্চাশ) কোটি গুণ বাড়িয়ে দিয়ে থাকেন।

৭। দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য আল্লাহ্ পাক আরো বলেন, হে নবী! আপনি বলে দিন যে এটাই আমার রাস্তা, আমি মানুষকে জেনে বুঝে আল্লাহ্র দিকে ডাকি। এটা আমার কাজ এবং যারা আমার অনুসারী হবে, উম্মাত বলে দাবি করবে এটা তাদেরও কাজ।

৯। যারা দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতকে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বানিয়ে করতে থাকবেন তাদের হাশর নবী ও ছাহাবীদের সাথে অর্থাৎ মুহাজির ও আনছারদের সাথে হবে।

১০। দাওয়াত ও তাবলীগের কাজের বরকত সমূহ হুজুরে পাক (সা) জন্মের সাথে সাথে বরকত শুরু হয়ে যায়। কাজ শুরু করেছেন নুবুওয়াত পাওয়ার পর। যারা এই কাজকে কাজ বানিয়ে করবেন, জিন্দেগীর মাকসূদ বানিয়ে, উদ্দেশ্য বানিয়ে করবেন, তাদেরকে আল্লাহ্পাক নিম্নোল্লেখিত বরকতগুলো দান করবেন।

১১। আল্লাহ্ পাক দুনিয়াতে সর্বপ্রথম পুরস্কার-ইতমিনানে ক্বালব দান করবেন, অর্থাৎ তাদের দিলের যাবতীয় পেরেশানীকে দূর করে দিবেন। এই দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ ছাড়া দুনিয়ার কোন জিনিস মানুষের দিলের পেরেশানী দূর করতে পারে না।

১২। আবু দাউদ শরীফে যিকির অধ্যায় বর্ণিত আছে, অর্থাৎ হুজুর পাক (সা.) বলেন, নিশ্চয় আল্লাহর রাস্তায় নামাজ, রোজা ও যিকিরকে আল্লাহ্র রাস্তায় খরচের উপর সাত শত গুণ বৃদ্ধি করা হয় এবং এই হাদীসদ্বয় একত্র করলে ৭০০০০০×৭০০ = ৪৯০০০০০০০ হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্র রাস্তায় বের হয়ে কোন নেক আমল করলে উনপঞ্চাশ কোটি ছাওয়াব পাওয়া যায়।

মুরুব্বীরা বলেন, জীবনে তিন চিল্লা, বছরে চল্লিশ দিন, মাসে তিন দিন, সপ্তাহে দুই গাশ্ত, প্রতিদিন আড়াই ঘণ্টা মেহনত, প্রতিদিন দু'টি তা'লীম করি ঃ একটি নিজের মসজিদে, অপরটি ঘরে এবং মসজিদের সাথীদের নিয়ে একবার মুশাওয়ারা করি। এই কাজ করার জন্য আমি তৈরি আছি– আপনারা তৈরী আছেন তো? ইনশাল্লাহ!

নতুন সাথী তৈরীর মেহনত ঃ নতুন সাথীদেরকে প্রথমে নিম্নের তিনটি কাজ শিখাতে হবে। (১) ছয় নম্বার; (২) এলান; (৩) গাশ্তের আদব।

নতুন সাথীকে খুব হুশিয়ারী সাথে শিখাতে হবে। কারণ, সাথীর সংশোধন করা ফরজ কিন্তু সাথীর দিল ভাঙ্গা হারাম। তাই প্রয়োজনে উছুলকে ভেঙ্গে হলেও সাথীকে জুড়তে হবে। নতুন সাথীকে তরগীবের সাথে তরবিয়ত অর্থাৎ উৎসাহের সাথে সংশোধন করতে হবে।

ঘরের তা'লীম ঃ দাওয়াতের পর মসজিদে নব্বীর একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল ছিল তা'লীম। তা'লীম তিন প্রকার যেমন ঃ (১) পবিত্র কুরআনের তা'লীম, (২) কিতাবী তা'লীম (৩) ছয় নাম্বারের মুজাকারা।

সারা বছরে মোট নয়টি কিতাবের তা'লীম করবে ঃ

(১) ফাযায়েলে কুরআন, (২) ফাযায়েলে নামাজ (৩) ফাযায়েলে যিকির (৪) ফাযায়েলে তাবলীগ, (৫) পস্তিকা ওয়াহেদ এলাজ, (৬) ফাযায়েলে ছাদাকাত, (৭) হেকায়েতে ছাহাবা, (৮) শা'বান ও রামাযান মাসে ফাযায়েলে রামাযান (৯) হজ্জের মৌসুমে ফাযায়েলে হজ্জ।

তা'লীম শুনার আদব ঃ শুনার অনেক আদব আছে। তন্মধ্যে তিনটি আদব রক্ষা করে চললে তিনটি জিনিস হাসিল হয়। (১) আত্তাহিয়্যাতুর সূরতে বসা, (২) মুয়াল্লিমের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা, (৩) দিলে দিলে তাসদীক করা, (বেশখ বলা) সত্য বলেছেন।

এতে যে তিনটি জিনিস হাসিল হয় ঃ (১) যা শুনা হবে তা মনে থাকবে (এলেম শরীরের অঙ্গ হয়ে থাকবে)। (২) সময়মত আমলের তৌফীক হবে। (৩) প্রয়োজনের সময় আল্লাহপাক স্মরণ করিয়ে দিবেন।

হাসতে হাসতে জান্নাতে যাওয়ার আমল

নিম্নলিখিত কারণগুলোর দ্বারা জান্নাতে যাওয়া যাবে।

(১) সালাম ঃ যে মুসলিম ব্যক্তি দৈনিক ২০ জনকে সালাম দিবে, সে যদি ঐ দিন মারা যায় তাহলে সোজা জান্নাতের হকদার হয়ে যায়। (২) কালাম ঃ যে মুসলিম অন্য মুসলিম ভাইয়ের সাথে ভদ্র ও নম্র ব্যবহার করে, সে বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। (৩) ত্বোয়াম ঃ যে নিজের আহারের মধ্যে মেহমানকে শরীক করবে, তার আহারের হিসাব হবে না। (৪) ক্বিয়াম ঃ রাতের দু'রাকআত নামাজ (তাহাজ্জুদ) দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম।

দা'য়ীয়ানা সিফাত ঃ আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিজের জান-মাল ব্যয় করে আল্লাহ্‌র দ্বীনকে দুনিয়াতে জিন্দা করার দায়িত্ব যে ঘাড়ে নিয়েছে, সেই দ্বীনের দা'য়ী। আল্লাহ্‌র রাস্তায় এসে এই দা'য়ীয়ানা সিফাতকে মেহনত করে অর্জন করতে হয়। এজন্য নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে।

আসল উম্মতের পরিচয় ঃ নবীর মতে মত ও নবীর পথে পথ হলেই তো আসল উম্মত বনা যাবে। যেমন, (১) ছোট হয়ে চলি, নত হয়ে বলি। (২) সাথীদেরকে আসহাবে কাহাফ মনে করি, নিজেকে আসহাবে কাহাফের কুকুর মনে করি। কারণ, একাজ তো মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) চালান নাই। এ কাজ তো স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা চালাচ্ছেন। মানুষের মধ্যে সেই বড় বাহাদুর যে নিজের গোস্বাকে হজম করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে দেয়। (৩) জোড় মিলের প্রতি খুব জোর দেয়া ঃ সেই জামায়াতই কামিয়াব জামায়াত যে জামায়াত জুড়ে-মিলে থাকে। আর যে জামায়াতে জোড়-মিল থাকে না, সেটা না'কাম জামায়াত। এমন কি, জোড়-মিল না রেখে নগদ জামায়াত উঠালেও জামায়াত কামিয়াব হবে না। জোড়-মিল ঠিক রেখে নগদ জামায়াত উঠাতে পারলে তো নুরুন-আলা-নূর। (৪) প্রত্যেক সাথীকে নিজ নিজ যাতি আমলের প্রতি খুবই চৌকান্না থাকতে হবে। (৫) হযরতজী ইলিয়াস সাহেব (রহ.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের যাতি আমলের পাবন্দী করবে না, তার তায়াল্লুক মায়াল্লাহ্ নছীব হবে না।

আব্দুল ওহাব সাহেবের ৫ কথা, যাতে কখনো তোড় হবে না

(১) সাথীর সংশোধনের ফিকিরে পড়ো না। (২) সাথীকে উছুলের উপর আনার ফিকিরে পড়ো না। (৩) সাথীর খেদমত কর। (৪) একরাম কর। (৫) নিজে উছুলের উপর জমে থাক।

৫টি হেকমতওয়ালা কথা যাতে দিল জুড়ে

(১) সালাম করা। (২) একরাম করা। (৩) হাদিয়া দেয়া। (৪) নাম নিয়ে দোয়া করা। (৫) অসাক্ষাতে তারিফ করা।

এস্তেকামাতের ১৭টি উপায় সম্পর্কে হযরত মাওলানা সাঈদ আহমদ খান সাহেব বলেন,

১. যে কেহ দিলের একীনের সাথে এ কাজ করবে সে জমবে।

২. যে রোজানা দাওয়াত দিতে থাকবে তার জজবা বনতে থাকবে। যে দৈনিক দাওয়াত দিবে না, তার জজবা কমতে থাকবে।

৩. যে পরিবেশের মধ্যে থাকবে সে জমবে, যে পরিবেশ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে সে কেটে পড়বে।

৪. যে এ কাজে বাধা সৃষ্টি করবে সে কেটে পড়বে।

৫. আমীরের অনুগত ও পরামর্শের পাবন্দ ব্যক্তি জমবে।

৫. যে কারো দোষ দেখবে সে কেটে পড়বে, যে ভালাই দেখবে সে জমবে।

৭. যে তাওয়াজু এখতিয়ার করবে সে জমবে, তাকাব্বুরের সহিত চলনেওয়ালা জমতে পারবে না।

৮. কোন কোন গুনাহের কারণে কাজ হতে মাহরুম (বঞ্চিত) হয়ে যায়। (গীবত, অপরের দোষ তালাশ করা, (গরজ) মনচাহী বদ নজরীও (শাহওয়াত)।

৯. যে নাদামাত, তওবা ও এস্তেগফারের সহিত চলবে সে জমবে।

১০. যে অন্যের ত্রুটি নিজের উপর নিবে সে জমবে। যে ত্রুটি অন্যের উপর চালাবে সে জমতে পারবে না।

১১. হুজুর (সা.)-এর সহিত মুনাফেক চলেছে কিন্তু ফায়দা হয় নাই। এমন কি ঈমানও নছীব হয় নাই।

১২. যে অন্যের অন্যায় বিষয়ের ভাল মানের দিকে ব্যাখ্যা করে সে জমবে। যে সব কথাই উল্টা মতলবের দিকে নিবে সে কখনও জমতে পারবে না।

১৩. যে লোক আল্লাহ্‌কে ভয় করে ও আল্লাহ্‌র কাছে চাইতে থাকে, সে জমবে। জমার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে চাইতে হবে, নতুবা পড়ে যাবে। হুজুর (সা.) ও এস্তেকামাতের জন্য দোয়া করতেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)ও এরূপ দোয়া করতেন– "হে আল্লাহ্! আমাকে মূর্তিপূজা হতে বাঁচাও"। অথচ উনার দ্বারা মূর্তি পূঁজার সম্ভাবনাও ছিল না। উনারা চাইছেন আর আমাদের তো কথাই নেই।

১৪. যে এখলাছের সাথে কোরবানী দেবে, আল্লাহ্ তাকে হার হালাতে মজবুত রাখবেন এবং ঐ সব অবস্থায়ও উচু মর্যাদা নছীব করবেন, যখন লোকদের কদম নড়ে যাবে।

১৫. যে বলবে আমার উছিলায় কাম হচ্ছে সে বঞ্চিত হবে। যার সম্পর্কে মানুষ মনে করবে তার উছিলায় কাম হচ্ছে, আল্লাহ তাকে উঠিয়ে নেবেন।

১৬. হযরতজী (রহ.) বলতেন, যে নকলের উপর আঁচাড় খায়, সে আসলের উপর কি করে জমবে? আমরা তো নকল করনেওয়ালা।

১৭. যে পুরা উম্মতের ব্যাথা নিয়ে চলবে তার দিলের অবস্থার আছর আল্লাহ্ তা'আলা পুরা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিবেন।

দায়ীর ৮টি খাস সিফাত ঃ (১) উম্মতের মুহাব্বত। (২) নিজের সংশোধনের জন্য দাওয়াত দেয়া। (৩) জান-মাল ও ওয়াক্তের কোরবানীর জজবা। (৪) বাহাদুরি ও বড়াই এর পরিবর্তে আজিজী ও এনকেছারী পয়দা হওয়া। (৫) সফলতাকে আল্লাহ্র সাহায্য মনে করা। (৬) লোকেরা না মানাতেও নিরাশ না হওয়া। (৭) অন্যের কষ্ট দেওয়ায় সবর করা। (৮) প্রত্যেক নেক আমলের পরে এস্তেগফার করা।

মাওলানা ওবায়দুল্লাহ ছাহেব (রহ.) বলেন

চার কাজ করলে তাবলীগ করতে পারবে- (১) কথা বলবে নিজের জন্য। (২) কথা শুনবে নিজের জন্য। (৩) আল্লাহ যে নেক আমলের তৌফীক দিয়েছেন তাহার জন্য শোকর করা। (৪) একা অবস্থায় রাত্রে শোয়ার সময় আল্লাহ্র কুদরতের চিন্তা করা।

হেদায়েতের জন্য দোয়া- اَللّٰهُمَّ اهْدِنَا وَاهْدِبِنَا وَاهْدِالنَّاسَ جَمِيْعًا.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইহদিনা ওয়াহ্দিবিনা ওয়াহ্দিন্নাসা জামিয়া।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আপনি আমাদেরকে সরল-সোজা পথে পরিচালিত করুন। আমাদের ভবিষ্যত বংশধরকেও হেদায়েতের পথে পরিচালিত করুন। কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষকে সহজ-সরল পথে পরিচালিত করুন।

মুসলমানদের দায়িত্ব

আমি আমার সারা জীবন, আমার স্বাস্থ্য, আমার শক্তি, আমার সম্পত্তি, আমার যথা সর্বস্ব সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র আনুগত্যের ভিতরে থাকিয়া খরচ করিব। আল্লাহ্র অনুগত্যের বাহিরে খরচ করিব না। এই অঙ্গীকার করিয়া যে মুসলমান জাতি ভুক্ত হয় তাহাকে বলে মুসলমান।

এই আনুগত্যের আদর্শ হইবে একমাত্র মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু (সঃ)-এর আদর্শ। অন্য কারোর আদর্শ গ্রহণ করিব না এবং উদ্দেশ্য হইবে শুধু ক্ষণস্থায়ী ছোট জীবনের আনন্দ ভোগ নয়। বরং মানুষের দুনিয়া ও আখেরাতের ব্যাপক জীবনময় শান্তি ও মুক্তি। অন্তরের অন্তঃস্থলে অবিচল অটল ভাবে আমার এই বিশ্বাস রাখিতে হইবে।

সংক্ষিপ্ত কথায় বলা যায়- যে আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর তরীকা মানিয়া চলে তাহাকে মুসলমান বলে।

contents

মুসলমানের করণীয় কাজ– ৫টি (১) হালাল। (২) ফরজ। (৩) ওয়াজিব। (৪) সুন্নাত। (৫) নফল।

মুসলমানের বর্জনীয় কাজ– ৫টি (১) কুফর। (২) শিরিক। (৩) হারাম। (৪) বেদায়াত। (৫) মাকরূহ।

ছালামের লাভ (১) ছাওয়াব পায়। (২) দোয়া পায়। (৩) তারিফ পায় (প্রশংসা)।

আল্লাহ্‌র আমানত কয়টি ? (১) জান। (২০ মাল। (৩) সময়। (৪) মেহনতকারীর যোগ্যতা বা ক্ষমতা।

ভাল ও খারাপ হওয়ার পন্থা

(১) দেখা। (২) শুনা। (৩) বলা। (৪) চিন্তা করা। এই চার ব্যবহার ভাল হইলে মানুষ ভাল হয়, খারাপ হইলে মানুষ খারাপ হয়, (তাই ভাল কাজে ভাল লোকের সঙ্গে থাকিবে)।

কবরে তিন প্রশ্ন ঃ (১) তোমার রব কে? (২) তোমার দ্বীন কি? (৩) তোমার নবী কে?

উত্তর ঃ (১) আল্লাহ্। (২) ইসলাম। (৩) হযরত মুহাম্মাদ (সা.)

হাশরের ময়দানে চারটি প্রশ্ন ঃ (১) সারাজীবন কোন্ কাজে খরচ করিয়াছ? (২) যৌবনকাল কোন্ কাজে খরচ করিয়াছ? মাল কোন পথে আয় করিয়াছ। (৩) কোন্ পথে ব্যয় করিয়াছ? (৪) এলেম অনুযায়ী কি পরিমাণ আমল করিয়াছ ?

হাশরের ময়দানে বিচার ব্যবস্থা (১) ঈমান ও কুফরের বিচার। এই কোর্টে ক্ষমার কোন প্রশ্ন নাই। (২) বান্দার হকের বিচার। এই কোর্টে হকদারের হক অবশ্যই আদায় করিয়া দেওয়া হইবে। (৩) আল্লাহ্ পাকের হক আদায়ের বিচার। এই কোর্টে আল্লাহ্ স্বীয় বখশিশের দ্বার খুলিয়া দিবেন।

আমরা সবাই কয়েকটা কথা বলি কিন্তু কর্মে নাই

যথা ঃ (১) আল্লাহ্‌কে মালিক বলি, কিন্তু তার কাজে মনে হয় সে স্বাধীন। (২) রিজিকের মালিক আল্লাহ্‌কে বলি, কিন্তু হাতে কোন ব্যবস্থা না থাকিলে পেরেশান। (৩) আখেরাতকে আসল জীবন বলি, কিন্তু কাজে দেখা যায় দুনিয়ার গুরুত্ব বেশী। (৪) নবীর উম্মত দাবী করে, কিন্তু সমালোচনা করিলে দেখা যায় নবীর দুশমনের ত্বরিকায় কাজ করে। (৫) দুনিয়াকে অস্থায়ী বলি, কিন্তু কাজ-কর্মে দেখা যায় সে চিরকাল থাকিবে, মরিবে না।

১০টি কাজের ১০টি গুণ (১) তাওবায়– গুনাহ্ নষ্ট হয়। (২) ধোকায়– রিজিক

নষ্ট হয়। (৩) গীবত– আমল নষ্ট করে। (৪) বদ চিন্তায়– হায়াত নষ্ট হয়। (৫) ছদকায়– বালা দূর করে। (৬) গোস্বায়– আকল নষ্ট হয়। (৭) ঈমানের কমজুরিতে– দান-খয়রাত বন্ধ করে। (৮) তাকাব্বুরী– এলেম নষ্ট করে। (৯) নেকী–বদী নষ্ট করে। (১০) ইনছাফ–জুলুম নষ্ট করে।

মুসলমানের হক কয়টি ও কি কি? (১) দেখিলে ছালাম করা। (২) সৎকাজের আদেশ করা, অসৎ কাজে নিষেধ করা। (৩) ডাকিলে হাজির হওয়া। (৪) মুছীবতে সাহায্য করা। (৫) হাঁচির উত্তর দেওয়া। (৬) এন্তেকাল করিলে কাফন-দাফনে হাজির থাকা।

প্রকৃত বুদ্ধিমান কে? (১) যে দুনিয়া তাকে ত্যাগ করার আগে সে দুনিয়া ত্যাগ করে। (২) যে কবরে যাওয়ার আগে কবরের ছামান তৈরী করে। (৩) যে আল্লাহ্‌র কাছে হিসাব দেওয়ার জন্য তৈরী হয়।

হতভাগা কে? যে দুনিয়ার জরুরতে আখেরাত হইতে কর্জ লয়, অনেক নেকী থাকার পরেও অন্যের দেনার ক্ষতিপূরণ দিতে দিতে অন্যের গুনাহ্ মাথায় নিয়ে দোযখে যাইবে (অর্থাৎ যে এখানে জুলুম করে।)

মৃত্যুর সময় ভাগাভাগী (১) মাল ওয়ারিশের। (২) রূহ আজরাইলের। (৩) গোশ্‌ত পোকা-মাকড়ের। (৪) হাঁড় মাটির। (৫) ঈমানের উপর শয়তানের হামলা। (৬) নিজের জন্য আমল।

মানুষের প্রকারভেদ ১। (ক) ঈমান, (খ) আমল, (গ) প্রচারওয়ালা।
২। (ক) ঈমান আছে, । (খ) আমলওয়ালা। (গ) প্রচার নাই।

৩। (ক) ঈমান আছে। (খ) আমল নাই। (গ) প্রচার নাই।

৪। (ক) ঈমান, (খ) আমল, (গ) প্রচার, কোনটাই নাই। সে কাফের কঠিন শাস্তির যোগ্য।

৩টি অপরিহার্য গুণের কথা– (১) এখলাছ অর্থ– ৩টি থেকে বিরত থাকার নাম। (ক) অর্থ, (খ) শর্ত (গ) ব্যক্তিত্ব। (২) মেহনত– (নিরলস ভাবে কাজে লেগে থাকার নাম।) (৩) শফক্বত অর্থ– জরুরত মোতাবেক বা প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ সমাধা করিয়া দেওয়ার নাম।

কামিয়াবীর জন্য ৩টি গুণ অপরিহার্য (১) যোশ অর্থ– পূর্ণ আকাংখা উদ্যম থাকার নাম। (২) হুশ অর্থ– পর্যায়ক্রমে কাজ চালিয়ে যাওয়ার নাম। (৩) এস্তেকামাত অর্থ– কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অটল–অনড় থাকার নাম।

তিন ব্যক্তি বিনা হিসাবে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে

(১) আদেল বাদশাহ।(২) কুরআনের বাহক যিনি উহাতে কোন অতিরঞ্জিত করেন নাই। (৩) যেই ব্যক্তি জান-মাল লইয়া আল্লাহ্‌র রাস্তায় বাহির হয়।

তিন ব্যক্তি বিনা হিসাবে জাহান্নামে যাইবে

(১) বদ মেজাজ ও অহংকারী ব্যক্তি। (২) যাহারা নবীর সহিত শত্রুতা রাখে। (৩) জীব-জন্তুর ছবি অংকনকারী।

হযরত খিজির (আঃ)-এর তক্তিতে লেখা সাতটি উপদেশ

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) মুনাব্বেহাত গ্রন্থে লিখিয়াছেন। হযরত উছমান (রা.) হইতে বর্ণিত আছে, খিজির (আঃ) ভগ্ন দেওয়ালের নীচ হইতে এতীম ছেলেদের জন্য যে সম্পদ বাহির করিয়াছিলেন, উহা ছিল একটা স্বর্ণের পাত। উহাতে নিম্ন লিখিত ৭টি লাইন লেখা ছিল।

১। আমি আশ্চর্যবোধ করি ঐ ব্যক্তির উপর, যে মউতকে নিশ্চিত ভাবে জানিয়াও কেমন করিয়া হাসে।

২। আমার আশ্চর্য লাগে ঐ ব্যক্তির উপর, যে ইহা জানে যে এই দুনিয়া একদিন খতম হইয়া যাইবে। তবুও কেমন করিয়া দুনিয়ার দিকে আকৃষ্ট হয়।

৩। আমার আশ্চর্য লাগে ঐ ব্যক্তির উপর, যে উহা জানে যে সবকিছুই আল্লাহ্‌র তরফ হইতে নির্দিষ্ট হইয়া আছে, (অর্থাৎ তকদীর বিশ্বাস করে।) তবুও তাহার কোন জিনিস হাসিল না হইলে কেন আফসোস করে।

৪। আমার আশ্চর্য লাগে ঐ ব্যক্তির উপর, যার আখেরাতে হিসাব দেওয়ার পূর্ণ বিশ্বাস আছে, তবুও সে ধন-সম্পদ জমা করে।

৫। আমি আশ্চর্যবোধ করি ঐ ব্যক্তির উপর, যে জাহান্নামের আগুন বিশ্বাস করে, তবও সে কেমন করিয়া গুনাহ করে।

৬। আমি আশ্চর্যবোধ করি ঐ ব্যক্তির উপর, যে আল্লাহ্ পাককে জানে, তবুও সে কেমন করিয়া অন্য জিনিসের আলোচনা করে।

৭। আমার আশ্চর্য লাগে ঐ ব্যক্তির উপর, যে বেহেশ্‌তের সুখ-শান্তির কথা জানে, তবুও সে কি করিয়া দুনিয়ার কোন জিনিসের দ্বারা শান্তি পায়।

তাবলীগে সাধারণ ১২ টি কাজ ঃ ৪টি কাজ বেশী বেশী করি যথা–

(ক) দাওয়াত। (খ) তা'লীম। (গ) যিকির। (ঘ) ইবাদত (খেদমত)।

৪টি কাজ কম করি যথা– (ক) কম খাইব। (খ) কম ঘুমাইব। (গ) কম কথা বলিব। (ঘ) মসজিদের বাহিরে কম সময় কাটাইব।

৪টি কাজ মোটেই করিব না যথা– (ক) ছওয়াল করিব না। (খ) ছওয়ালের ভান করিব না। (গ) বিনা এজাজতে কাহারও কোন কিছু ব্যবহার করিব না। (ঘ) প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ করিব না।

তারুফি বয়ান ঃ আল্‌হামদুলিল্লাহ্ আল্লাহ্‌পাকের বহুত বড় এহ্‌ছান আর ফজল ও করম, তিনি নিজ দয়ায়, নিজ মায়ায় আমাদের সকলকে মসজিদে আসিবার তৌফীক দান করেছেন। আল্লাহ্ পাক যাদের পছন্দ করেন, তাদেরই মসজিদে আসার তৌফীক দান করেন। তারপর দ্বীনের এক ফিকির নিয়ে বসার সুযোগ দিয়েছেন। এক লাখ বা দুই লাখ চব্বিশ হাজার পয়গাম্বর যে কাজ করে গেছেন।

কুরআনের ঘোষণা এই যে, হে দুনিয়ার মানুষ! তোমরা আল্লাহ্‌কে এক বলে স্বীকার করে নাও, তোমরা কামিয়াব হয়ে যাবে, অর্থাৎ সকলেই জান্নাতি হয়ে যাবে। দ্বীনকে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সমস্ত নবী ও পয়গাম্বর কষ্ট ও মুজাহাদা সহ্য করেছেন।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নমরূদের আগুনে প্রবেশ করেছেন। হযরত ইউনুছ (আঃ) মাছের পেটে গিয়াছিলেন। হযরত ঈসা (আঃ)-এর পরে ছয়শত বৎসরের উর্ধ্বে দ্বীনের দাওয়াত না থাকার কারণে কাবাগৃহে ৩৬০টি দেবমূর্তি আশ্রয় নিয়েছিল। আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) নুবুওয়াত প্রাপ্ত হইয়া দ্বীনের দাওয়াত যখন মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছাতে লাগিলেন তখন তাহাকে অপমাণিত ও লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। যে দেহে মশা-মাছি পড়া হারাম ছিল, সেই দেহে তায়েফবাসীরা পাথর মেরে সারা দেহ রক্তাক্ত করেছিল। এমন কি তাঁহার জুতা মুবারক পায়ে আটকে গিয়াছিল। তবুও তিনি তাদের অভিশাপ দেন নাই।

হুজুর পাক (সা.) দ্বীন প্রচারে বিফল হইয়া আল্লাহ্ পাকের হুকুমে মদীনায় হিজরত করেন। মদীনাবাসীরা তাঁহাকে জান-মাল সময় দিয়া নুছরত করেন তখন দ্বীন জিন্দা হয়। যাহারা হিজরত করিয়াছিল তাহারা মুহাজের নামে এবং যারা নুছরাত করিয়াছিল তাহারা আনছার নামে পরিচিত। আল্লাহ্ পাক কুরআনে বলেছেন, " তোমরা যদি একটি কথাও জান তবে অন্যের নিকট পৌঁছিয়ে দাও।" ভাই দ্বীনের দাওয়াতের এক নকল হরকত নিয়ে এক মুবারক জামায়াত আপনাদের মসজিদে উপস্থিত। জামায়াত এই মসজিদে ৩দিন থাকবে, কোন্ কোন্ ভাই নুছরত করার জন্য তৈরী আছেন।

পরামর্শ উদ্দেশ্য ঃ- সারা আলমের দ্বীনের তাকাযাকে সামনে রেখে সাথী ভাইদের খেয়াল নিয়ে আগামী ২৪ ঘন্টা কাজের একই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। ৩টি বিষয়ের উপর পরামর্শ করা। (১) কিভাবে এলাকা থেকে নগদ জামায়াত বের করা যায় তার ফিকির করা। (২) নিজে ও সাথী ভাইরা যেন জ্ঞানী-গুণী কর্মঠ কর্মী ও দায়ী বনে যায়। (৩) এলাকায় যদি মসজিদ ওয়ারী ৫কাজ চালু থাকে তবে জোরদার করা, আর না থাকলে চালু করা।

লাভ ঃ (১) পরামর্শ করা আল্লাহ্‌র হুকুম, নবীর সুন্নাত, মু'মিনের সিফাত।

(২) পরামর্শ করে কাজ করিলে খায়ের-বরকত হয়। (৩) পরামর্শ করে কাজ করিলে জোড়-মিল, মুহাব্বত পয়দা হয়। (৪) পরামর্শ করিয়া কাজ করিলে তোড় খতম হয়। (৫) পরামর্শ করে কাজ করিলে উত্তম বদলা অতি শীঘ্র পাওয়া যায়। (৭) পরামর্শ করে কাজ করিলে অহির বরকত পাওয়া যায়।

আদব ঃ (১) পরামর্শের আগে একজন জিম্বাদার না-বালেগ পাগল ও মহিলা যেন না হয়। (২) ডান দিক থেকে খেয়াল পেশ করা। (৩) কাহারও খেয়াল কেহ না কাটা। (৪) দিল থেকে দ্বীনের দিকে মুতাওয়াজ্জা হয়ে খেয়াল পেশ করা। (৫) আমার খেয়াল অনুযায়ী রায় হলে খুশী না হওয়া, এস্তেগফার পড়া। কারণ খারাপি আসলে আমি দায়ী হয়ে যাব। (৬) আমার খেয়াল অনুযায়ী রায় না হলে বেজার না হওয়া, আলহামদুলিল্লাহ পড়া। (৭) পরামর্শের আগে কোন পরামর্শ না করি। পরামর্শের পরে কোন সমালোচনা না করি। (৮) জিম্মাদার যে ফয়ছালা দেন, তাহা বিনা আপত্তিতে মেনে নেওয়া। (৯) জিম্মাদার ইচ্ছা করিলে সাথীদের খেয়াল না নিয়ে ফয়াছালা দিতে পারেন।

তা'লীম ৪ প্রকার ঃ (১) কিতাবী তা'লীম। (২) কুরআনী তা'লীম। (৩) ৬গুণের আলোচনা। (৪) ফরজিয়াতের আলোচনা।

উদ্দেশ্য ঃ– কিতাবী তা'লীমের ফাজায়েলের বর্ণনা দ্বারা দ্বীনী এলেমের ও আমলের ছহীতলব বা খাহেশ দিলে পয়দা করা।

লাভ ঃ– (১) তা'লীমের দ্বারা এলেম আসে, এলেমের দ্বারা আমল সুন্দর হয়। (২) তা'লীমের দ্বারা আল্লাহ্পাক দুনিয়া ও আখেরাতে ইজ্জতের সঙ্গে পালেন। (৩) তা'লীমের দ্বারা আছমানি নূর হাছিল হয়। (৪) তা'লীমের দ্বারা দিলের জাহিলিয়াত ও অজ্ঞতা দূর হয়। (৫) তা'লীমের দ্বারা অহির বরকত পাওয়া যায়। (৬) আল্লাহ্ পাকের খাস রহমত নাজিল হয়। (৭) তা'লীমের মজলিসকে ফেরেশ্তারা চর্তুদিকে বেষ্টন করিয়া রাখে। (৮) তা'লীমের মজলিসকে আছমানবাসীরা ঐরূপ উজ্জল দেখেন, যেরূপ দুনিয়াবাসীরা আসমানের তারকারাশিকে ঝলমল করিতে দেখেন।

হাসিল করার তরিকা ঃ

বসিবার আদব ঃ- (১) সুন্নাত তরীকায় বসি। (২) গোলাকারে গায় গায় মিলে বসি। (৩) মুজাহাদার সঙ্গে বসি। (৪) জরুরত দাবাইয়া বসি।

শুনিবার আদব ঃ– (১) দিলের কানে শুনি। (২) আমলের নিয়্যতে শুনি। (৩) অন্যের নিকট পৌঁছানোর নিয়্যতে শুনি। (৪) মুতাকাল্লেমের দিকে তাকাইয়া শুনি।

আল্লাহ্পাকের নাম শুনিলে জাল্লাজালালুহু, হুজুর (সা.)-এর নাম শুনিলে (সা.) বলি। নবী ও ফেরেশতাদের নাম শুনিলে (আ.) বলি। ছাহাবীদের নাম শুনলে (রা.) আনহু বলি এবং মেয়ে ছাহাবীদের নাম শুনিলে (রা.) আনহা বলি।

বুজুর্গানের নাম শুনিলে (রা.) বলি।

গাশ্‌তের আদব কত প্রকার ও কি কি? (১) খুছুছী। (২) উমূমী। (৩) তা'লীমী। (৪) তাশকিলী। (৫) উসূলী। গাশ্‌ত ফার্সি শব্দ অর্থ দ্বীনের কাজে ঘোরাফেরা করা। দ্বীনের কাজে এক সকাল বা এক বৈকাল ঘোরাফেরা করা দুনিয়ায় যত নেক আমল আছে তার চেয়ে উত্তম। দ্বীনের দাওয়াত সমস্ত আমলের মেরুদন্ড। দাওয়াত থাকবে তো দ্বীন থাকবে, দ্বীন থাকবে তো দুনিয়া থাকবে। দাওয়াত থাকবে না, দ্বীন থাকবে না, দুনিয়াও থাকবে না।

(ক) দ্বীনের জন্য দাওয়াত এত জরুরী, যেমন মাছের জন্য পানি জরুরী।

(খ) দেহের জন্য যেমন মাথা জরুরী, দ্বীনের জন্য দাওয়াত ততো জরুরী। এই দ্বীনকে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এক লাখ বা দুই লাখ ২৪ হাজার পয়গাম্বরগণ একই কালেমার দাওয়াত নিয়ে এসেছেন। তোমরা যদি কালেমা স্বীকার কর তাহা হইলে কামিয়াব হইয়া যাইবে। এখন আর কোন নবী আসিবে না।

দাওয়াতের কাজে বের হলে লাভ ঃ (১) প্রতি কদমে ৭০০ করে নেকী পাওয়া যাবে ও ৭০০ গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। (২) এই কাজে পায়ে যে ধূলাবালি লাগবে তাহাও দোজখের আগুন একত্রিত হবে না। (৩) প্রতি কথায় ১ বৎসর নফল ইবাদতের ছাওয়াব পাওয়া যাইবে। (৪) দাওয়াতের কাজে কিছু সময় অপেক্ষা করিলে, শবে কদরের রাত্রে কা'বা শরীফে সারা রাত্রি দাঁড়াইয়া ইবাদত করার ছাওয়াব হইতেও উত্তম। দাওয়াতের কাজে দুই জামায়াতে ৮ শ্রেণীর লোক লাগবে। মসজিদে ৪ শ্রেণী যথা– (ক) একজন মুতাকাল্লেম দ্বীনের আলোচনা করিবেন। (খ) কয়েকজন মা'মূর আলোচনা শুনিবেন। (গ) একজন যিকিরে থাকিবেন। (ঘ) একজন এস্তেকবালে থাকিবেন।

বাহিরে জামায়াতে ৪ শ্রেণীর লোক থাকিবে ঃ (ক) একজন স্থানীয় রাহবর। (খ) মুতাকাল্লেম। (গ) কয়েকজন মা'মূর। (গ) একজন জিম্মাদার, রাহবরের কাজ কোন বাড়ীতে গিয়ে লোককে কাজ থেকে ফারাক করে এনে মুতাকাল্লেমের নিকট পৌঁছাইয়া দিবেন। মুতাকাল্লেম তাহার নিকট আজিজির সহিত নরম ভাষায় তৌহিদ, আখেরাত ও রেছালাত সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিবেন যে আমরা একদিন ছিলাম না, এখন আছি, আবার একদিন থাকিব না। আমরা প্রত্যেকেই শান্তি চাই, এই শান্তি কিভাবে আসবে? আল্লাহ্‌র হুকুম মান্‌লে হুজুর পাক (সা.) তরিকায় চললে দু'জাহানে শান্তি ও কামিয়াবী। এই কথার বিশ্বাস আমার দিলে আপনার দিলে, কেয়ামত পর্যন্ত সমস্ত আনেওয়ালা উম্মতের দিলে আসে ও মজবুত হয়।

এই জন্য হুজুর পাক (সা.)-এর তরীকায় মেহনত করিতে হইবে। এই সম্পর্কে মসজিদে জরুরী আলোচনা হইতেছে, আপনি নগদ মসজিদে চলুন। ঐ

ব্যক্তি যদি আসে একজন মানুষকে দিয়ে মসজিদে পাঠাইয়া দিতে হইবে। অন্যথায় তাহাকে হাঁ এর উপর রেখে আস্‌তে হবে। মামূরদের মুখে থাকবে যিকির, দিলে থাকবে ফিকির, হে আল্লাহ্! মুতাকাল্লেমের মুখ দিয়ে এমন কথা বাহির করুন, যাতে ঐ ব্যক্তির দিল মসজিদ মুখী হয়ে যায়।

জামায়াত যখন দাওয়াতের কাজে প্রথম কদম উঠাবে, দ্বিতীয় কদম উঠানোর আগে আল্লাহ্ পাক তাদের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দিবেন। রাস্তার ডান দিক দিয়া চলিবে, চুক্ষুর হেফাজত করে চলিবে, এলাকা লম্বা হইলে শেষ প্রান্ত থেকে দাওয়াত দিয়ে মসজিদে ফিরে আসতে হবে। এলাকা গোলাকার হইলে ডান দিক থেকে দাওয়াত দিয়ে মসজিদে পৌঁছিতে হইবে। দাওয়াত শেষে এস্তেগফার পড়িতে পড়িতে মসজিদে পৌঁছিতে হইবে। জামায়াতে যোগ দান করার পর যার জরুরতে যাইবে।

মাগরিব বাদ বয়ান ও তাশকিল-এর নিয়ম ঃ

ভাই ও দোস্ত-বুজুর্গ আল্লাহ্ পাকের এহছান ফজল ও করম, আমরা বিভিন্ন গোত্রের লোক একত্রিত হয়ে মাগরিবের ফরজ নামাজ আদায় করেছি এবং তারপর দ্বীনের এক ফিকির নিয়ে বসতে পেরেছি, তার জন্য আমরা আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করি। সকলে বলি আল্‌হামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাকে এরশাদ করেন—

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْد.

(লায়িন শাকারতুম লা-আজিদান্নাকুম, ওয়ালায়িন কাফারতুম ইন্না আজাবী লা-শাদীদ)।

আমার নেয়ামত পেয়ে যে নেয়ামতের শোকরগুজারী করে আমি তার নেয়ামত বাড়াইয়া দেই এবং যে নেয়ামতের অস্বীকার করে আমি তাহার নেয়ামত ছিনাইয়া নেই ও আজাবে গ্রেপ্তার করি।

সমগ্র মানব জাতির সুখ-শান্তি সফলতা কামিয়াবী আল্লাহ্ তা'আলা একমাত্র দ্বীনের মধ্যে রেখেছেন। দ্বীন জিন্দেগীতে তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে যখন তার জন্য মেহনত করা হবে। সুতরাং যে কেহ্ খাস নিয়্যতে নিজের জান-মাল, সময় নিয়ে আল্লাহ্‌র রাস্তায় বের হয়ে ছহীহ্ তরীকায় মেহনত করবে, ইনশা আল্লাহ্ অতি সহজেই তার মধ্যে পুরা দ্বীনের উপর চলার যোগ্যতা পয়দা হবে। দ্বীন আল্লাহ্‌র নিকট বড়ই মাহবুব। দ্বীন দুনিয়ার বুকে দাওয়াতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দাওয়াত হচ্ছে ঈমানের মেহনত। হযরত ঈছা (আঃ)-এর পরে ছয়শত বৎসরের উর্দ্ধে দাওয়াতের কাজ না থাকার কারণে বাইতুল্লাহ্ তথা আল্লাহ্‌র ঘরে ৩৬০ টি মূর্তি উঠেছিল। আবার তাহারাই ঈমান আনিবার পর মূর্তিগুলো বের করে দিয়াছিল।

আল্লাহ পাক কুরআনে বলেছেন– "দুনিয়াটা আখেরাতের ক্ষেত স্বরূপ।" দুনিয়ার জীবন হইল কামাইয়ের জায়গা, আর আখেরাত হইল ভোগের জায়গা। এখন কামাইয়ের জায়গায় যদি কষ্ট না করে তাহলে বাড়ী ফিরিয়া সে কিছুই ভোগ করিতে পারিবে না। ঠিক তেমনি দুনিয়া হইল মু'মিনের জায়গা। যে দুনিয়াতে কষ্ট করে ঈমান আমল বানাবে, সে মহা আনন্দে আখেরাতের বাড়ী ফিরে মনে যা চায় তাই ভোগ করিবে। আর দুনিয়াতে যে কামাই না করে, কেবল ভোগের চিন্তা করবে, আরাম-আয়েশের চিন্তা করবে, তাকে আসল আখেরাতে খালি হাতে ফিরে কেবল কষ্টই ভোগ করিতে হইবে।

আল্লাহ পাক মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত-বন্দেগী করার জন্য। আর আল্লাহপাক ১৭,৯৯৯ মাখলুক সৃষ্টি করেছেন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানুষের খেদমতের জন্য। আর মানুষের ঐশ্বর্য ও সম্পদের মধ্যে শান্তি, কামিয়াবীও সফলতা রাখেন নাই। শান্তি, কামিয়াবী ও সফলতা রেখেছেন ঈমান ও আমলের মধ্যে। যে ৫টি বস্তুর জন্য মানুষ সব সময় আকাংখিত, সেই ৫টি জিনিস আল্লাহপাকের কুদরতি হাতে,যাহা আল্লাহ পূরণ করবেন কাল কিয়ামতে। মানুষ শত চেষ্টা করলেও তাহা হাছিল করতে পারবে না। এই বস্তু হইল–(১) অনন্ত জীবন (২) অনন্ত যৌবন। (৩) কোমল শয্যা, সুরম্য বিশিষ্ট বাড়ী। (৪) খাদ্য সামগ্রী। (৫) সুন্দর সুন্দর নারী। আল্লাহপাক বলেছেন, যদি আমার হুকুম ও রাসূলের তরিকামতে দুনিয়াতে বসবাস করে ঈমান ও আমল তৈরি করে আস, তাহলে আখেরাতে চাহিদার জিন্দেগী পূর্ণ হবে। না দেখা বস্তুর উপর বিশ্বাস আনার নাম হইল ঈমান। ঈমান দুনিয়ার কোথাও কিনতে পাওয়া যায় না। ইহা হাছিল হবে একমাত্র দাওয়াতের মাধ্যমে। দাওয়াত থাকবে তো দ্বীন থাকবে, দ্বীন থাকবে তো দুনিয়া থাকবে। দাওয়াত থাকবে না, দ্বীনও থাকবে না, দুনিয়াও থাকবে না। আল্লাহপাক দুনিয়ার নেজাম ভেঙ্গে দিবেন। আল্লাহ্পাক আমাদেরকে অতি অল্প সময়ের জন্য দুনিয়াতে পাঠাইয়াছেন। এই সামান্য সময়ের মধ্যে ঈমানও আমল তৈরির জন্য জান-মাল সময় নিয়ে ১চিল্লায় ৩চিল্লায় আল্লাহ্র রাস্তায় বাহির হওয়ার জন্য কে কে রাজী আছেন, খুশি খুশি বলেন।

ফজর বাদ বয়ান ঃ আলহামদুলিল্লাহ সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহ পাকের, যিনি আমাদেরকে অর্ধমৃত অবস্থা থেকে জাগাইয়া আল্লাহ্পাকের মহান হুকুম ফজরের দুই রাকআত ফরজ নামাজ মসজিদে এসে জামায়াতে তাকবীর উলার সহিত আদায় করার তৌফীক দান করেছেন। এশার নামাজ বাদ আমরা কয়েক দলে বিভক্ত হয়ে গিয়াছিলাম। একদল রাত্রিকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করিয়া সারা রাত্রি ইবাদতে মশগুল ছিলেন। আর এক দল রাত্রিকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করিয়া সারা রাত্রি জেনা, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি ও দস্যুবৃত্তি করে কাটিয়ে দিয়েছেন। কাহারো নিদ্রা চিরনিদ্রায় পরিণত হয়েছে। কেহ হাসপাতালে সারা রাত্রি অশান্তিতে কাঁটিয়ে

দিয়েছেন। কোন ব্যক্তি ফজরের আযান শুনিয়া উত্তম রূপে অজু করিয়া মসজিদের দিকে রওয়ানা হয়। কেমন যেন এহরাম বেধেঁ হজ্জের দিকে রওয়ানা হইল। তার প্রতি কদমে একটি করে নেকী লেখা হয় ও একটি করে গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়। মসজিদে যত সময় নামাজের জন্য দেরি করবে তত সময় নামাজেরই ছাওয়াব পাইতে থাকিবে।

নামাজী ব্যক্তি যত সময় নামাজে থাকিবে তত সময় আল্লাহর রহমত বৃষ্টির মত পড়িতে থাকিবে। দাঁড়াইয়া নামাজ আদায় করিলে কেরাআতের প্রতি হরফে ১০০ করিয়া নেকী পাইবে। বসিয়া পড়িলে ৫০ নেকী করিয়া পাইবে। প্রথম তাকবীরে শরীক হওয়া দুনিয়ায় যত নেক আমল আছে তার চেয়ে উত্তম। নামাজ সর্বশ্রেষ্ঠ জেহাদ। নামাজী যখন রুকুতে যায়, তখন তাহার নিজের ওজন বরাবর স্বর্ণ আল্লাহ্র রাস্তায় দান করার ছাওয়াব তার আমলনামায় লেখা হয়। নামাজী যখন আত্তাহিয়্যাতু পড়ার জন্য বসে তখন সে হযরত আইউব (আঃ) ও হযরত ইয়াকূব (আঃ) এর মত দুইজন ছাওয়াব অর্জনকারীর ছাওয়াব পায়। যে পর্যন্ত হুজুর পাক (সঃ) উপর দুরূদ পাঠ করা না হয়, তত সময় দোয়া আসমান ও যমীনের মাঝে ঝুলিতে থাকে। ডান দিকে ছালাম ফেরালে বেহেশতের ৮টি দরজা খোলা হয়ে যায়। আর বাম দিকে ছালাম ফেরালে দোযখের ৭টি দরজা বন্ধ হয়ে যায়। নামাজ বাদে যদি কেহ যিকিরকারীর পাশে বসে থাকে, তাহলে সে ৪জন গোলাম আজাদ করার ছাওয়াব পাইবে। ১টি গোলামের মূল্য ১২ হাজার টাকা, ৪টির মূল্য ৪৮ হাজার টাকা দান করার ছাওয়াব পাইবে। তার পর দুই রাকআত এশরাক নামাজ সূর্য উদয়ের ২২/২৩ মিনিট পরে পড়ে তবে একটি উমরা হজ্জ ও একটি কবুল কৃত হজ্জের ছাওয়াব পাইবে। আর ও দুই রাকআত নামাজ আদায় করলে আল্লাহ্ পাক তাহার সারাদিনের জিম্মাদার হয়ে যাইবেন।

সূরা হাশরের শেষ আয়াত পাঠ করিলে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ৭০ হাজার ফেরেশতা তার জন্য মাগফেরাত কামনা করিবেন। মাগরিবের নামাজের পর পড়িলে সারা রাত্রি মাগফেরাতের দোয়া করিতে থাকেন। ১০০ বার ছুবহানাল্লাহ পাঠ করিলে ১০০ গোলাম আজাদ করার ছাওয়াব পাইবে। ১০০ বার আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করিলে যুদ্ধের ময়দানে ছামানাসহ ১০০ ঘোড়া দান করার ছাওয়াব পাইবে। ১০০ বার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু পাঠ করিলে আসমান যমীনের ফাঁকা জায়গা নেকীতে ভর্তি হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি

لَآاِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ اَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ.

“লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারিকা-লাহু আহদান সামাদান লাম ইয়ালিদ

ওয়া লাম ইউলাদ ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ” পাঠ করিবে। সে বিশ লক্ষ নেকী পাইবে। হুজুর পাক (সা.)-এর হাদীসে আছে–

مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِيْ عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِيْ فَلَهُ اَجْرُ مِأَةَ شَهِيْدٍ.

(মান তামাচ্ছাকা বিসুন্নতী ইনদা ফাছাদি উম্মাতি ফালাহু আজরু মিয়াতি সাহীদিন) যে ব্যক্তি ফেতনা-ফাসাদের জামানায় আমার একটি সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরে সে ১০০ শহীদের ছাওয়াব লাভ করিবে। এক ওয়াক্ত নামাজ যে আদায় করিল সে ৩,৩৫,৫৪,৪৩২ নেকী পাইল। আর যে ঐ নামাজ ছাড়িয়া দিল সে ২৩০, ৪০ লক্ষ বছর শাস্তি ভোগ করিবে, অর্থাৎ ৮০ হোকবা। কাজা আদায় করিলে ৭৯ হোকবা মাফ অর্থাৎ ১ হোকবা ২ কোটি ৮৮ লক্ষ বৎসর শাস্তি ভোগ করিবে।

যারা নামাজে আসে নাই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল। তাদের ডাকার জিম্মাদারী হুজুর পাক (সা.) আমাদের উপর রেখে গেছেন। আল্লাহ ভুলা বান্দাকে ডেকে নামাজে দাঁড় করাইয়া দিলে কবূলকৃত নামাজের ছাওয়াব পাওয়া যাইবে। ভাই দাওয়াতের জন্য কে কে রাজী আছেন, খুশি খুশি বলুন।

রাস্তার আদব ঃ রাস্তায় চলিবারকালে ৬টি আদব মানিয়া চলিতে হয়।

(৬) রাস্তার ডাইনে চলি। (২) চক্ষুর হেফাজত (নীচের দিকে দেখে) করে চলি। (৩) মুসলমান দেখিলে সালাম দেই ও সালামের জবাব দেই। (৪) সৎকাজের আদেশ করি ও অসৎকাজে নিষেধ করি। (৫) যিকিরে ফিকিরে চলি। (৬) রাস্তায় কোন কষ্টদায়ক জিনিস দেখিলে নিজে সরাই অথবা অপর ভাইকে বলে দেই।

৭টি আমলের দ্বারা সাতটি রোগের চিকিৎসা

(১) দাওয়াতের দ্বারা দিলের শিরক দূর হয়। (২) নামাজের দ্বারা দিলের কুফরী দূর হয়। (৩) এলেমের দ্বারা দিলের জাহিলিয়াত দূর হয়। (৪) যিকিরের দ্বারা দিলের গাফলতি দূর হয়। (৫) একরামের দ্বারা অন্যায় দূর হয়। (৬) এখলাছের দ্বারা দিলের রিয়া, অহংকার ও তাকাব্বুরী দূর হয়। (৭) আল্লাহ্র রাস্তায় বের হওয়া দ্বারা দিলে একীন পয়দা হয়।

মানুষ ৪ শ্রেণীতে বিভক্ত– (১) আমলে হাইওয়ানি। (২) আমলে এন্ছানি। (৩) আমলে ইবাদতি। (৪) আমলে খেলাফতি।

দায়ীর বিশেষ গুণ ৭ টি (১) পাহাড়ের মত অটল (২) আকাশের মত উদার। (৩) মাটির মত নরম। (৪) সূর্যের মত দাতা। (৫) উটের মত ধৈর্যশীল। (৬) ব্যবসায়ীদের মত হিকমত। (৭) কৃষকের মত হিম্মত।

contents

তিন কাজে আল্লাহ্‌র সাহায্য আসে। (১) জিম্মাদারের অনুসরণ করা। (২) মসজিদের পরিবেশে থাকা। (৩) সাথীদের সাথে জোড়-মিল থাকা।

দাওয়াতে ৩ শ্রেণী বড়। (১) কাজের বড়– তাবলীগওয়ালা। (২) দ্বীনের বড়– আলেমগণ। (৩) দুনিয়ার বড়– সমাজের প্রধানগণ (চেয়ারম্যান মেম্বার)।

(১) সবচেয়ে নিকটে কি?–ঈমান। (২) সবচেয়ে বেদামী কি?–লাশ। (৩) সবচেয়ে নিকটে কী? মৃত্যু। (৪) সবচেয়ে দূরে কি?–কবর।

মানুষের গুণ ২টি (১) আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করা। (২) নাফরমানী করা।

(২) দ্রুত কর্ম শয়তানের কাজ কিন্তু ৫টি কর্ম তাড়াতাড়ি করা বিধেয়।

(১) কন্যা বালেগ হওয়ার পরপরই বিবাহের ব্যবস্থা করা বিধেয়। (২) কর্জ তাড়াতাড়ি পরিশোধ করা। (৩) তাড়াতাড়ি মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা। (৪) তাড়াতাড়ি মেহমানের খেদমত করা। (৫) মৃত্যুর পূর্বেই আখেরাতের ছামানা জোগাড় করা।

এলান কত প্রকার ও কি কি? এবং এলান করার পদ্ধতি

ইন্‌শাআল্লাহ্ দুনিয়াবাসীদের জন্য শান্তি, কামিয়াবী ও ইজ্জত আল্লাহ্ পাকের দ্বীনের ভিতরে। দ্বীন কি করিয়া মানুষের মধ্যে আসে এই জন্য দ্বীনের মুবারক মেহনত নিয়ে একটি জামায়াত আপনাদের মসজিদে উপস্থিত। নামাজ বাদ পরামর্শের জন্য সকলে বসি, বহুত ফায়দা হবে।

আসর বাদ এলান (মুনাজাতের আগে)

ইন্‌শাআল্লাহ্ দোয়া বাদ দাওয়াতের আমল নিয়ে জামায়াত মহল্লায় যাবে। তার আদব বয়ান করা হবে, আমরা সকলে বসি, শুনলে বহুত ফায়দা হবে।

মাগরিব বাদ এলান (মুনাজাতের পর)

ইন্‌শাআল্লাহ্ বাকি নামাজ বাদ ঈমান আমলের মেহনত সম্পর্কে জরুরী বয়ান হবে, আমরা সকলে বসি শুনলে বহুত ফায়দা হবে।

অন্ধকার পাঁচ প্রকার এবং তার জন্য বাতি পাঁচ প্রকার

হাফেজ ইবনে হাজার (রা.) মুনাব্বেহাত নামক গ্রন্থে হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রা.) হইতে বর্ণনা করেন, অন্ধকার পাঁচ প্রকার এবং উহার জন্য বাতিও পাঁচ প্রকার। (১) দুনিয়াকে ভালোবাসা একটি অন্ধকার, উহার জন্য বাতি হইল পরহেজগারী। (২) কবর একটি অন্ধকার, উহার জন্য আলো হইল– লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। (৩)গুনাহ একটি অন্ধকার, উহার জন্য আলো হইল তাওবা। (৪) আখেরাত একটি অন্ধকার, উহার জন্য আলো হইল আমল। (৫) পুলছেরাত হইল একটি অন্ধকার, উহার জন্য আলো হইল একীন।

আল্লাহ্ পাক কুরআন মজিদে জানাইয়াছেন, "তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করিব।

যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া আল্লাহ্‌র যিকির হইতে গাফেল থাকিয়া গেল, আমি তাহার উপর একটা শয়তান নিযুক্ত করিয়া দেই। সেই শয়তান সর্বদা তার সঙ্গে থাকে এবং শয়তানগণ সম্মিলিতভাবে গাফেলকে সরল পথ হইতে গোমরাহ করিতে থাকে। অথচ তাহারা মনে করে যে আমরা সরল পথেই রহিয়াছি।

মসজিদওয়ার জামায়াতের মেহ্নতের মুজাকারা

মসজিদওয়ার জামায়াতের ৫ কাজ কি?

১। প্রতি মাসে ৩দিন করে আল্লাহ্‌র রাস্তায় লাগানো।

২। সাপ্তাহিক দু'টি গাশ্‌ত। (একটি নিজ মহল্লার মসজিদে, অপরটি পার্শ্ববর্তী মহল্লার মসজিদে)। ৩। প্রতিদিন দু'টি তা'লীম, (একটি নিজ ঘরে অপরটি মসজিদে)। ৪। রোজানা আড়াই ঘন্টা থেকে ৮ ঘন্টা পর্যন্ত দা'ওয়াতী মেহনত করা। ৫। প্রতিদিন অল্প সময়ের জন্য পরামর্শ করা।

মসজিদওয়ার জামায়াতের সাথী কারা? যে মসজিদে যে সমস্ত মুসল্লী একাধিক ওয়াক্তের নামাজ পড়ে সে সমস্ত মুসল্লী সেই মসজিদের মসজিদওয়ার জামায়াতের সাথী। অথবা যে মুসল্লী ফজর এবং এশার নামাজ যে মসজিদে পড়ে সে সেই মসজিদের মসজিদওয়ার জামায়াতের সাথী। শুধু যারা (তাবলীগী) আমলে জুড়ে তারাই মসজিদওয়ার জামায়াতের সাথী এমন মনে করা ঠিক নয়।

প্রতি মাসে তিন দিন আল্লাহ্‌র রাস্তায় লাগানো ঃ প্রতি মাসে সপ্তাহ নির্ধারণ করে ৩দিনের জন্য আল্লাহ্‌র রাস্তায় লাগানো, এমন নয় যে এক মাসে লাগালাম আর এক মাসে লাগালাম না। প্রথম মাসে ২য় সপ্তাহে লাগালাম, আবার ২য় মাসে ৩য় সপ্তাহে লাগালাম। বরং প্রতি মাসে একই সপ্তাহে লাগানো। যদি প্রথম সপ্তাহে লাগাই পরবর্তী মাসগুলোতেও ১ম সপ্তাহে লাগাবো। যদি ২য় সপ্তাহে লাগাই তাহ্‌লে পরবর্তী মাসগুলোতেও ২য় সপ্তাহে লাগাবো। তবে চাঁদের মাস হিসেবে লাগালে ভাল হয়।

সপ্তাহে দু'টি গাশ্‌ত ঃ ১টি মহল্লার মসজিদে। নিজেদের এলাকার মাকামী কাজকে শক্তিশালী করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো মাকামী গাশ্‌ত। এটা হলো দাওয়াতী কাজের মেরুদন্ড। মাকামী গাশ্‌ত সাধারণত সরকারী ছুটির দিন অথবা যেদিন মহল্লায় বা গ্রামে লোকজন বেশি থাকে, সেদিন হলেই ভাল হয়। যে এলাকার লোক যত বেশি মজবুতির সাথে মাকামী গাশ্‌ত করবে, সে এলাকায় তত বেশী দ্বীনের পরিবেশ চালু হবে। দ্বীনদার বাড়বে, নামাজী বাড়বে। পুরা সপ্তাহ মাকামী কাজের জন্য এমনভাবে চেষ্টা-ফিকির করা, যাতে প্রতি সাপ্তাহিক গাশ্‌তের থেকে ৩ দিনের জামায়াত বের হতে পারে। সাপ্তাহিক গাশ্‌তের দিনকে খুশির দিন, ফসল কাটার দিন মনে করা, পুরা সপ্তাহের দাওয়াতী মেহনতের ফসল কাটা হয় মাকামী গাশ্‌তের দিনে, মহল্লায় মেহ্নত করে মাকামী গাশ্‌তের সাথী বাড়ানোর চেষ্টা করা। যাদেরকে সপ্তাহ ভর দাওয়াত দেয়া হলো,

তাদেরকে মাকামী গাশ্‌তে অবশ্যই জুড়ানো। যদি না জুড়ে পরবর্তী সপ্তাহে আবার তার পিছনে মেহ্‌নত করতে হবে। এভাবে মাকামী গাশতের মাধ্যমে এলাকার মধ্যে, মহল্লার মধ্যে, গ্রামের মধ্যে দ্বীনী পরিবেশ কায়েম করার জন্য মেহ্‌নত করা। আর এভাবে মেহ্‌নত চালু থাকলে আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হতে থাকবে আর বদদ্বীনীর পরিবেশ দূর হতে থাকবে। আল্লাহ্‌ তাআলা আযাব, গযব, ফেৎনা-ফাসাদ উঠিয়ে নিবেন।

তবে হ্যাঁ এ জন্য শর্ত হলো দিন এবং ওয়াক্ত নির্ধারণ করে নেয়া। এমন নয় যে, এক সপ্তাহে রবিবারে আছরের পর গাশ্‌ত করলাম, এভাবে করলে লোকই পাওয়া যাবে না। (আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে আমল করার তৌফীক দান করুন)।

২য় গাশ্‌তটি মহল্লায় করা ঃ নিজের মহল্লায় মাকামী গাশ্‌ত চালু হয়ে যাওয়ার অর্থ হলো মহল্লায় আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত চালু হয়ে যাওয়া। নিজ মহল্লায় যখন আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত চালু হয়ে যাবে তখন পার্শ্ববর্তী মহল্লা থেকে বিভিন্ন খারাবী মহল্লায় ঢুকতে চেষ্টা করবে। এই সব খারাবী থেকে নিজ মহল্লাকে হেফাযত করার জন্য পার্শ্ববর্তী মহল্লার মানুষদেরকে দ্বীনের উপর উঠানোর জন্য পার্শ্ববর্তী মহল্লায় ২য় গাশ্‌ত করা একান্ত জরুরী। যার ২য় গাশ্‌ত ঠিকমত হবে সে ১ম গাশ্‌তও ঠিকমত করতে পারবে। দ্বিতীয় গাশ্‌তের মজবুতির উপর নিজ মহল্লার গাশ্‌তে সাথীদের মজবুতি বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিদিন দুই তা'লীম ঃ প্রতিদিন দুইটি তা'লীম করা, ১টি নিজ মহল্লার মসজিদে আর একটি নিজ ঘরে।

নিজ মহল্লার মসজিদে ঃ ওয়াক্ত নির্ধারণ করে যে কোন এক নামাজের পর অথবা যে ওয়াক্ত মুসল্লী বেশী বসতে পারবে, এমন এক ওয়াক্তে ফাযায়েলে আমলের কিতাব থেকে তা'লীম করা। তা'লীম হলো মসজিদে নববীর আমলগুলোর একটি আমল।

২য় তা'লীম নিজ ঘরে ঃ দ্বীন পুরুষের জন্য যেমন জরুরী তেমন মহিলাদের জন্যও জরুরী। এ কারণেই ঘরের মধ্যে তা'লীমের ব্যবস্থা করা খুবই জরুরী। ঘরের মাহরাম (যাদের সাথে দেখা জায়েয) সবাইকে নিয়ে প্রতিদিন নির্দিষ্ট এক সময়ে এই তা'লীম করলে। এর দ্বারা ঘরের মধ্যে দ্বীনের পরিবেশ কায়েম হবে। স্ত্রী, পুত্র, মেয়ে, মা-বোনদের মধ্যে দ্বীনের জেহান বসিবে। দ্বীনের উপর চলার যোগ্যতা পয়দা হবে। তা'লীমের ব্যবস্থা ঘরে চালু থাকলে অন্য কোন ফেৎনা-ফাসাদ ঘরে ঢুকতে পারবে না। নিজের ঘরে দাওয়াত চালু রাখা খুবই জরুরী। না হয় অন্য দাওয়াত চালু হয়ে যাবে। যদি ঘরের মধ্যে শিক্ষিত কেহ না থাকে তাহলে মসজিদ থেকে যা শুনেছেন তাই ঘরে এসে মা-বোনও মেয়েদের শোনাইয়ে দিতে হবে।

৪. রোজানা আড়াই ঘন্টা থেকে আট ঘন্টা পর্যন্ত দাওয়াতী মেহ্নত করা ঃ

প্রতিদিন আড়াই ঘন্টা থেকে আট ঘন্টা সময় নিয়ে মহল্লার প্রত্যেক অলিতে-গলিতে ঘরে ঘরে, দ্বারে দ্বারে, বার-বার যাওয়া। কেহ্ যদি আড়াই ঘন্টা সময় এক সাথে লাগাতে না পারে তাহ্লে কয়েকবারে আড়াই ঘন্টা পুরা করবে। কেহ্ যদি কয়েকবারেও আড়াই ঘন্টা পুরা করতে না পারে, তাহ্লে সে ২৪ ঘন্টায় যতটুকু সময় লাগাতে পারে ততটুকু সময়ই লাগাবে। তবে এটা দাওয়াতের সবচেয়ে নিম্নস্তর।

আড়াই থেকে আট ঘন্টা সময় কোন কাজে ব্যয় করবো?

এ সময়ে পরামর্শ করা। পরামর্শের পর পুরাতন সাথীদের দেখা করা। খোঁজ-খবর রাখা। নতুন সাথীদের সাথে সাক্ষাৎ করা। মহল্লার মসজিদে জামায়াত আসলে তাদের খোঁজ-খবর নেয়া। মহল্লার কেহ্ জামায়াতে বের হলে তার ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেয়া। মাকামী গাশ্ত থেকে নগদ জামায়াত বের করার জন্য চেষ্টা করা ইত্যাদি।

৫. রোজানা পরামর্শ করা ঃ দৈনিক যে কোন নামাজের পর সমস্ত মুসল্লিদেরকে নিয়ে দ্বীন জিন্দা করার উদ্দেশ্যে সমস্ত দুনিয়াকে সামনে রাখিয়া বিশেষ করিয়া নিজ দেশ, নিজ এলাকা/মহল্লা বা গ্রামকে টার্গেট বানাইয়া চিন্তা-ফিকির করা। এটার নামই রোজানা পরামর্শ। অল্প সময়ের জন্য হলেও রোজানা পরামর্শ করা চাই। পরামর্শে কেহ্ বসুক বা না বসুক, আমি বসাবোই (ইনশাআল্লাহ্)। যদি কেহ নাও বসে তবে নিজে একা একা মসজিদের পিলার/খুঁটিকে সামনে নিয়া পরামর্শে বসে যাবো। ইনশাআল্লাহ একজনের ফিকিরেই পুরা মহল্লা ফিকিরবান হয়ে যাবে। পুরা মহল্লার সাথীরা পরামর্শ করনেওয়ালা হয়ে যাবে।

মেহ্নতের তরীকা ঃ মনে করেন মহল্লা/গ্রামে ৩০০ টি ঘর আছে। নিজেরা একটি লিস্ট তৈরী করুন এবং নাম্বার বসান, অতঃপর সাথীদের চারটা ভাগ করুন। একেক ভাগে ৭৫টি ঘর দিয়ে দেন। আর রাস্তা বা গলি নির্ধারিত করে দিন। ১ম গ্রুপে ১-৭৫ টি ঘর দিয়ে দিন, ২য় গ্রুপে ৭৬-১৫০ পর্যন্ত, ৩য় গ্রুপে ১৫১-২২৫ পর্যন্ত, ৪র্থ গ্রুপে ২২৬-৩০০ পর্যন্ত মেহনত করবে (ইনশাআল্লাহ)।

মাসনূন দোয়াসমূহ

নতুন দাঁদ দেখিয়া পড়িবার দোয়া اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ هٰذَاالْغَاسِقْ

উচ্চারণ ঃ আউ'যুবিল্লাহি মিন্ শাররি হাযাল্ গাসিক্বি।

ক্বদরের রাত্রিতে পড়িবার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আ'ফুয়্যুন তুহিব্বুল আ'ফ্ওয়া ফা'ফু আ'ন্নী।

আয়নায় মুখ দেখিবারকালে পড়িবার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ حَسَّنْتَ خَلْقِىْ فَحَسِّنْ خُلْقِىْ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আন্তা হাস্সান্তা খালক্বী ফাহাস্সিন্ খুলুক্বী।

মুসলমান ভাইকে সালাম দেওয়া

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ.

উচ্চারণ ঃ আচ্ছালামু আ'লাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

সালামের জওয়াব দেওয়া

وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ.

উচ্চারণ ঃ ওয়া আ'লাইকুমুস্ সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্।

হাঁচির দোয়া

কেহ হাঁচি দিলে বলিবে- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আলহামদু লিল্লাহ)

হাঁচি শুনিয়া বলিবে يَرْحَمُكَ اللّٰهُ (ইয়ারহামুকাল্লাহু)

ঋণ পরিশোধের দোয়া

কোন লোক ঋণগ্রস্ত হইয়া আদায়ের ব্যবস্থা না থাকিলে এই দোয়া পড়িতে থাকিলে আল্লাহ্ তাআলা ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাক্ফিনী বিহালা-লিকা আ'ন্ হারামিকা ওয়াআগ্নিনী বিফাদ্লিকা আ'ম্মান্ সিওয়াকা।

সকাল-সন্ধ্যার দোয়া সমূহ

প্রত্যহ ফজরের পরে এবং মাগরিবের পরে এই দোয়া তিনবার পাঠ করিবে–

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَايَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَالسَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ.

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহিল্লাযী লা-ইয়াদুর্‌রু মায়াসমিহী শাইউন্ ফিল্ আরদ্বি ওয়া লা-ফিচ্ছামা-য়ি ওয়া হুওয়াছ সামীউ'ল্ আ'লীম।

উপকারিতা ঃ যে ব্যক্তি ফজর ও মাগরিবের পরে এই দোয়া তিনবার পাঠ করিবে, আল্লাহ্ তাআলা তাহাকে আকস্মিক মুছীবত হইতে রক্ষা করিবেন।

অতঃপর সূরা হাশরের এই তিন আয়াত পাঠ করিবে ঃ

هُوَاللّٰهُ الَّذِىْ لَااِلٰهَ اِلَّاهُوَ. عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَالرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ. هُوَاللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّاهُوَ. اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ. سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ. هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى. يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ. وَهُوَ الْعَزِيْزُالْحَكِيْمُ.

উচ্চারণ ঃ হুওয়াল্লাহুল্লাযী লা-ইলা-হা ইল্লা-হুওয়া; আ'-লিমুল্ গাইবি ওয়াশ্ শাহা-দাতি হুওয়ার্ রাহমানুর রাহীম। হুওয়াল্লাহুল্লাযী লা-ইলা-হা ইল্লা-হুওয়া; আল্ মালিকুল কুদ্দূ-সুস, সালামুল্ মু'মিনুল্ মুহাইমিনুল্ আ'যী-যুল্ জব্বারুল্ মুতাকাব্বির। সুব্‌হানাল্লাহি আ'ম্মা ইয়ুশ্‌রিকূন-ন। হুওয়াল্লাহুল্ খালিকুল্ বা-রিউল মুছাওবিরু লাহুল্ আসমা-উল্‌হুস্‌না-;ইয়ুসাব্বিহু লাহূ মা-ফিস্‌সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি; ওয়া হুওয়াল আ'যী-যুল হাকী-ম।

উপকারিতা ঃ হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি উপরোক্ত দোয়া সকালে পাঠ করিবে, আল্লাহ তাআলা তাহার জন্য ৭০ হাজার ফেরেশ্‌তা নির্ধারিত করিয়া দেন, যাহারা তাহার জন্য সন্ধা পর্যন্ত রহমতের প্রার্থনা করিতে থাকেন। আর যদি ঐ ব্যক্তি সেই দিন মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে সে শহীদী মৃত্যু লাভ করিবে এবং যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এই দোয়া পাঠ করিবে, আল্লাহ তাআলা তাহার জন্য ৭০ হাজার ফেরেশ্‌তা নির্ধারিত করিয়া দেন, যাহারা তাহার জন্য ফজর পর্যন্ত রহমতের প্রার্থনা করিতে থাকে, আর যদি সে ঐ রাত্রিতে মৃত্যুবরণ করে, তবে সে শহীদী মৃত্যু লাভ করিবে।

আয়াতুল কুরসীর ফযীলত

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি সকাল বেলা আয়াতুল কুরসী পাঠ করিবে, সে ব্যক্তি ইহার বরকতে সন্ধ্যা পর্যন্ত যাবতীয় বিপদাপদ ও অপ্রীতিকর অবস্থা হইতে মাহফুজ থাকিবে এবং যে ব্যক্তি ইহা সন্ধ্যায় পাঠ করিবে, সে ব্যক্তি সকাল পর্যন্ত নিরাপদে ও শান্তিতে থাকিবে।

আয়াতুল কুরসী এই

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ. لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ. لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ. مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ. وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল্ ক্বাইয়্যুম, লা- তা'খুযুহু সিনাতুওঁ ওয়া-লা নাওম। লাহূ মা-ফিচ্ছামা-ওয়াতি ওয়ামা-ফিল্আরদ্বি। মান-যাল্লাযী ইয়াশ্ফাউ' ই'ন্দাহূ ইল্লা বিইযনিহী, ইয়া'লামু মা-বাইনা আইদী-হিম্ ওয়া মা-খাল্ফাহুম; ওয়া লা-ইয়ুহী-তূ-না বিশাইয়িম্ মিন্ ই'লমিহী-ইল্লা-বিমা-শা-য়া ওয়াসিয়া' কুরসিয়্যুহুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্ব; ওয়ালা-ইয়াউদুহূ হিফযুহুমা, ওয়া হুওয়াল্ আ'লিয়্যুল আ'যী-ম।

শয়তান হইতে বাঁচিয়া থাকিবার দোয়া

নিজের দোয়া সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলিয়াছেন, এই দোয়া সকালবেলা পাঠ করিলে সন্ধ্যা পর্যন্ত এবং সন্ধ্যায় পাঠ করিলে সকাল পর্যন্ত শয়তানের চক্রান্ত হইতে বাঁচিয়া থাকিবে।

দোয়াটি এই ঃ

رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا.

উচ্চারণ ঃ রাদ্বী-না বিল্লাহি রব্বাওঁ ওয়া বিল্ ইস্লামি দ্বীনাও ওয়া বিমুহাম্মাদিন্ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লামা নাবিয়্যান।

বিপদ মুক্তির বিশেষ দোয়া

বর্ণিত আছে, বিপদ দেখা দিলে তখন সিজদায় যাইয়া নিম্নের দোয়াটি পাঠ

করিলে বিশেষ উপকার হইবে। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বদরের যুদ্ধের সময় এই দোয়া সিজদার মধ্যে পাঠ করিয়াছিলেন এবং এই দোয়ার বরকতে তাঁহাকে বদর যুদ্ধে বিজয় প্রদান করিয়াছিলেন।

দোয়াটি এই ঃ

يَاحَيُّ يَاقَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ. اَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ وَلَاتَكِلْنِيْ اِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ.

উচ্চারণ ঃ ইয়া হাইয়্যু ইয়া "ক্বাইয়্যুমু বিরাহমাতিকা আস্তাগীছু; আছলিহ্ লী-শা'নী কুল্লাহূ ওয়ালা-তাকিলনী-ইলা-নাফসী-ত্বারফাতা আ'ইনিন।

গুনাহ্ মাফীর দোয়া

বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি এই দোয়া সকালে ও সন্ধ্যায় ১০ বার করিয়া পাঠ করিবে, আল্লাহ্ তাআলা তাহার আমলনামায় ১০০টি নেকী লিখিবেন এবং ১০০টি বদী মিটাইয়া দিবেন, আর একটি গোলাম আজাদ করিবার পুণ্য লাভ করিবে। আর উক্ত দিবসে ও রাত্রিতে সমস্ত বিপদাপদ হইতে নিরাপদে থাকিবে।

لَااِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ. وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহূ লা-শারীকা লাহূ; লাহুল্ মুল্‌কু ওয়া লাহুল্ হাম্‌দু ওয়া হুওয়া আ'লা-কুল্লি শায়ইন ক্বাদী-র।

দ্রষ্টব্য ঃ কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায়, এই দোয়া পাঠ করিলে ২০ লক্ষ নেকী পাওয়া যাইবে।

ঋণ পরিশোধ হইবার দোয়া

বর্ণিত আছে, এই দোয়া রীতিমত পাঠ করিলে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ হইবার ব্যবস্থা আল্লাহ তা'আলা করিয়া দিবেন এবং সকল দুশ্চিন্তা দূর করিয়া নিশ্চিন্ত করিয়া দিবেন। দোয়াটি এই–

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ. وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ. وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউ'যুবিকা মিনাল্ হাম্মি ওয়াল হুয্নি ওয়া আউ'যুবিকা মিনাল্ আ'জাযি ওয়াল কাসলি, ওয়া আউ'যুবিকা মিনাল বুখ্লি ওয়াল জুব্নি ওয়া আউ'যুবিকা মিন্ গালাবাতিদ্ দাইনি ওয়া কাহ্রির রিজা-লি।

প্রয়োজন মিটাইবার দোয়া

বর্ণিত আছে, একদা হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত সালমান (রা.)কে লক্ষ্য করিয়া এরশাদ করিলেন, হে সালমান! দিন-রত্রিতে যখনই সুযোগ পাইবে, তখন এই দোয়াটি অবশ্যই পাঠ করিবে এবং নিজের প্রয়োজনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দোয়া প্রার্থনা করিলে তিনি তাহা মিটাইয়া দিবেন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ صِحَّةً فِىْ اِيْمَانٍ. وَاِيْمَانًا فِىْ حُسْنِ خُلُقٍ وَنَجَاةً يَتْبَعُهَا فَلَاحٌ. وَرَحْمَةً مِنْكَ وَعَافِيَةً وَمَغْفِرَةً. وَمَغْفِرَةً مِنْكَ وَرِضْوَانًا.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী- আস্য়ালুকা ছিহ্হাতান ফী-ঈমা-নিন্। ওয়া ঈমা-নান্ ফী-হুস্নী খুলুকিওঁ ওয়া নাজাতাইঁ ইয়াত্বাউ'হা- ফালাহুন। ওয়া রাহ্মাতাম, মিনকা ওয়া আ'ফিয়াতান ওয়া মাগফিরাতান্ ওয়া মাগফিরাতাম মিন্কা ওয়া রিদ্বওয়ানান।

শয়নকালের দোয়া

হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ফরমাইয়াছেন- শয়নের পূর্বে অজু না থাকিলে আজু করতঃ শয়ন করিবে। শুইবার পূর্বে যে কোন কাপড় দ্বারা বিছানা তিনবার ঝাড়িয়া লইবে। অতঃপর এই দোয়া পাঠ করিয়া বিছানায় শয়ন করিবে।

দোয়াটি এই ঃ

لَااِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّابِاللّٰهِ. سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَااِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ.

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহূ লা-শারীকা লাহূ। লাহুল্ মুল্কু ওয়া লাহুলহাম্দু ওয়া হুওয়া আ'লা কুল্লি শাইন্ ক্বাদীর। লা-হাওলা ওয়া লা-কুওয়্যাতা ইল্লা-বিল্লাহি। সুবহানাল্লাহি ওয়াল্ হাম্দু লিল্লাহি ওয়ালা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।

ঈমানের সহিত ইসলামের উপর মৃত্যু হইবার দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِىْ اِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِىْ اِلَيْكَ. وَفَوَّضْتُ

اَمْرِىْ اِلَيْكَ. وَاَلْجَأْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ. رَغْبَةً وَّرَهْبَةً اِلَيْكَ. لَامَلْجَاءَ وَلَامَنْجَاءَ
مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ. اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ.

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি, আল্লাহুম্মা আসলামতু নাফ্‌সী ইলাইকা ওয়া ওয়াজ্জাহ্‌তু ওয়াজ্‌হী ইলাইকা ওয়া ফাওয়াদ্‌তু আমরী ইলাইকা। ওয়া আলজা'তু জাহ্‌রী ইলাইকা রাগবাতান্‌ ওয়া রাহবাতান ইলাইকা। লা-মাল্‌জায়া ওয়ালা-মানজায়া মিনকা ইল্লা ইলাইকা। আ-মান্‌তু বিকিতা-বিকাল্লাযী- আনযাল্‌তা ওয়া নাবিয়্যিকাল্লাযী আরসাল্‌তা।

খারাপ স্বপ্ন দেখিয়া পড়িবার দোয়া

বর্ণিত আছে, খারাপ স্বপ্ন দেখিয়া বাম পার্শে তিনবার থুথু ফেলিবে এবং যেই পার্শে শোয়া ছিলে ঐ পার্শ পরিবর্তন করিয়া শুইবে, আর এই দোয়া তিনবার পাঠ করিবে এবং কাহারো নিকট বলিবে না।

দোয়া এই ঃ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَمِنْ شَرِّ هٰذِهِ الرُّؤْيَا.

উচ্চারণ ঃ আউ'যুবিল্লাহি মিনাশ্‌শাইত্বানির রাজীমি ওয়া মিন্‌ শাররি হাযিহির রু'ইয়া।

খারাপ স্বপ্ন দেখিয়া ভয় পাইলে পড়িবার দোয়া

হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আ'ব্বাস (রা.) এর অভ্যাস ছিল, তিনি এই দোয়াটি তাঁহার বয়স্ক সন্তানদেরকে শিখাইতেন এবং নাবালেগ সন্তানদের জন্য ইহা লিখিয়া গলায় বাঁধিয়া দিতেন।

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهٖ وَعِقَابِهٖ وَشَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ
الشَّيٰطِيْنِ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنَ.

উচ্চারণ ঃ আউ'যু বিকালিমাতিল্লাহিত্‌ তাম্মাতি মিন গাদাবিহী ওয়া ই'ক্বা-বিহী ওয়া শার্‌রি ই'বাদিহী– ওয়ামিন হামাযাতিশ্‌ শাইয়াত্বীনি ওয়া আঁইয়্যাহ্‌দুরূ-ন।

নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া পড়িবার দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَمَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ.

উচ্চারণ ঃ আল্‌হামদু লিল্লাহিল্লাযী আহ্‌ইয়া-না-বা'দামা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন্‌ নুশু-র।

খানা খাওয়ার পরের দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

উচ্চারণ ঃ আলহাম্‌দু লিল্লাহিল্লাযী আত্বআমানা ওয়া সাক্বা-না ওয়া জাআ'লানা মিনাল মুসলিমীন।

দাওয়াত খাইবার পরে দোয়া

اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِىْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِىْ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আত্বয়ি'ম্‌ মান্‌ আত্বআ'মানী, ওয়াস্‌ক্বি মান্‌ সাক্বা-নী।

নতুন পোশাক পরিধানকালের দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ مَا اُوَارِىْ بِهٖ عَوْرَتِىْ وَاَتَجَمَّلُ بِهٖ فِىْ حَيَاتِىْ.

উচ্চারণ ঃ আল্‌হামদু লিল্লাহিল্লাযী-কাসানী মা-উওয়ারী বিহী আ'ওরাতী ওয়া আতাজাম্মালু বিহী-ফী-হায়াতী।

নতুন সওয়ারীতে চড়িবারকালে দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا جبلتها عَلَيْهِ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী-আস্‌আলুকা খাইরাহা ওয়া খাইরা মা জাবাল্‌তাহা আ'লাইহি ওয়া আউ'যুবিকা মিন্‌ শার্‌রিহা ওয়া শার্‌রি মা-জাবালতাহা আ'লাইহি।

স্ত্রী সহবাসকালে পড়িবার দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقْتَنَا.

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিব্‌নাশ শাইত্বানা ওয়া জান্নিবিশ্‌ শাইত্বানা মা-রযাক্বতানা।

বীর্যপাতকালে দোয়া

اَللّٰهُمَّ لَاتَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيْمَا رَزَقْتَنِىْ نَصِيْبًا.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লা-তাজআ'ল লিশ্‌শাইত্বানি ফী-মা রাযাক্বতানী নাছী-বা।

যানবাহনে আরোহণকালে পড়িবার দোয়া

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ.

উচ্চারণ ঃ সুবহানাল্লাযী সাখ্‌খারা লানা হা-যা ওয়া মা-কুন্না লাহূ মুক্বরিনীনা ওয়া ইন্না ইলা রব্বিনা লামুনক্বালিবূ-ন।

সফর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া পড়িবার দোয়া

اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ.

উচ্চারণ ঃ আ-য়ি বূনা তা-য়িবূ-না আবিদূ-না লিরাব্বিনা-হা-মিদূ-না।

নৌকা বা জাহাজে আরোহণকালে পড়িবার দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسٰهَا إِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَحِيْمٌ. وَمَاقَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ. وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهٖ. سُبْحَانَ اللّٰهِ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ.

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি মাজ্‌রেহা-ওয়া মুর্‌সা-হা-ইন্না রব্বী লাগফূরুর রাহীম। ওয়ামা-ক্বাদারুল্লাহা হাক্কা ক্বাদরিহী, ওয়াল্‌ আরদু জামী-আন ক্ববদাতুহু ইয়াওমাল্‌ ক্বিয়ামাতি ওয়াচ্ছামাওয়া-তু মাত্বিয়্যা-তুম্‌ বিইয়ামী-নিহী; সুব্‌হানাল্লাহি ওয়া তা'আলা আ'ম্মা-ইয়ুশ্‌রিকূ-ন।

গৃহে প্রবেশকালে পড়িবার দোয়া

تَوْبًا تَوْبًا. لِرَبِّنَا اَوْبًا. لَايُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا.

উচ্চারণ ঃ তাওবান্‌, তাওবান্‌, লিরাব্বিনা আওবান্‌, লা-ইয়ুগাদিরু আ'লাইনা হাওবান্‌।

বিশ লাখ নেকীর দোয়া

لَااِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ اَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ.

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাশারীকালাহু আহাদান ছামাদান লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ, ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ।

বাজারে যাইবার কালে পড়িবার দোয়া

لَاإِلٰهَ إِلَّااللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ. وَهُوَ حَيٌّ لَايَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ. وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহূ লা-শারীকা লাহু; লাহুল্ মুলকু ওয়া লাহুল্ হাম্দু ইয়ুহ্য়ী ওয়া ইয়ামীতু ওয়া হুওয়া হাইয়্যুল্লা-ইয়ামূতু বিয়াদিহিল খাইরু ওয়া হুওয়া আ'লা-কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

বিপদে বা রোগাক্রান্ত দেখিলে পড়িবার দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ. وَفَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلاً.

উচ্চারণ ঃ আলহাম্দু লিল্লাহিল্লাযী আ'ফানী মিম্মাব্তালাকা বিহী; ওয়া ফাদ্দালানী আ'লা কাছীরিম্ মিম্মান খালাক্বা তাফ্দ্বী-লা।

সর্বোত্তম সম্পদ কি? প্রিয় নবী (সা.) এরশাদ করেন– ইহজগতের সবকিছুই আরাম-আয়েশের বস্তু মাত্র। তন্মধ্যে সর্বোত্তম সম্পদ হচ্ছে নেক্কার স্ত্রী। অর্থাৎ এ জগতে যা কিছু আছে এর সবই তোমাদের উপকারার্থে সৃষ্টি করেছেন।

পবিত্র গ্রন্থে এরশাদ হচ্ছে– هُوَالَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِىْ الْاَرْضِ جَمِيْعًا

তিনিই সেই সত্তা (আল্লাহ), যিনি তোমাদের উপকারার্থে এ জগতের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। এতে বুঝা যায়, এ মহান সৃষ্টিকুলের সবকিছুই কেবল আমাদের উপকারার্থে তৈরী করেছেন।

যেই মেয়েটির জন্য জান্নাতের গ্যারান্টি রয়েছে

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয় নবী (সঃ) এরশাদ করেন, যে মহিলা এমন অবস্থায় মারা গেল যে, তার স্বামী তার উপর সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট, তাহলে সে সরাসরি জান্নাতে চলে যাবে। (তিরমিযী)

একাধিক বিবির মাঝে ইনসাফ করার তরীকা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, ওফাতের সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) নয়জন স্ত্রী রেখে যান। তন্মধ্যে আটজনের জন্য তিনি সমান সমান বন্টন করতেন। (বুখারী, মুসলিম)

যদি কারো একাধিক স্ত্রী থাকে তবে তাদের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করা স্বামীর ওপর ওয়াজিব। যেমন– রাত-দিন প্রত্যেকের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিতে হবে। অর্থাৎ এক রাত একজনের নিকট অবস্থান করলে পরের রাত অন্যজনের কাছে কাটাবে। যে রাত যার কাছে থাকবে সে রাত তার কাছে পুরোই থাকতে

হবে। এক রাত দু'জনের নিকট কাটানো নাজায়েজ। তবে পরস্পর সম্মতিতে হলে জায়েজ। সফরে যাওয়ার সময় লটারির মাধ্যমে ঠিক করতে হবে কে সাথে যাবে।

স্বামীর সামর্থ্য অনুযায়ী ভরণ-পোষণ, বাসস্থান ও খরচের ব্যাপারেও স্ত্রীদের মাঝে সমতা মেনে চলতে হবে। যেমন– যদি একজনের খরচের জন্য মাসিক এক হাজার টাকা দেয়া হয়; তাহলে অপর স্ত্রীকেও তাই দিতে হবে। যদি এক স্ত্রীকে একশত টাকা গজের কাপড় দিয়ে পোশাক বানিয়ে দেয়া হয়; তবে অপরকেও একশত টাকা মূল্যের কাপড় দিয়েই পোশাক বানিয়ে দিতে হবে। কম-বেশী করা জায়েজ হবে না। যদি এক স্ত্রীকে মূল্যবান পোশাক আর অন্য স্ত্রীকে কম দামের পোশাক দেয়া হয়, তবে স্বামী গুনাহগার হবে।

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা থানভী (রা.)-এর দু'জন স্ত্রী ছিল। তিনি খানকায় দাঁড়ি-পাল্লা ঝুলিয়ে রাখতেন। যখনই কোন জিনিস আসতো; তিনি তা সমান দু'ভাগ করে দু'স্ত্রীর নিকট পাঠিয়ে দিতেন। উভয়ের জন্য পৃথক ঘর ছিল। তিনি প্রত্যেকের জন্য এক সপ্তাহ করে ভাগ করে নিয়েছিলেন। এক সপ্তাহ একজনের ঘরে থাকতেন এবং সেখানেই খানা-পিনা করতেন, পরের সপ্তাহ অন্যজনের কাছে কাটাতেন। হযরত বলতেন, আমি আমার আয়ের তিন ভাগ করে দু'ভাগ দু'স্ত্রীর ঘরে পাঠিয়ে দেই এবং আরেক ভাগ নিজের জন্য রেখে দেই। হযরত থানভী (রহ্) নিজের অংশ বিধবা ও গরীব ছাত্রদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। এতটুকু সমতা রক্ষা করা সত্ত্বেও তিনি বলতেন ঃ বন্ধু-বান্ধব ও হিতাকাংখীদের প্রতি আমার পরামর্শ হলো যে, কেউ যেন দু'বিবাহ না করে। একজনের সাথে কালাতিপাত করাই শান্তিময়। তবে স্ত্রী যদি রুগ্ন হয় এবং তার সন্তানাদি না থাকে, তবে সমতা রক্ষ্য করে চলতে পারলে দ্বিতীয় বিবাহ করা যেতে পারে।

অর্ধাঙ্গ নিয়ে যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন হাজির হবে

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত! রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি দু'স্ত্রী গ্রহণ করেছে, কিন্তু সে তাদের মাঝে ইনসাফ কায়েম করেনি; তবে সে যখন কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে তখন তার দেহের এক পার্শ্ব অবশ থাকবে। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্, নাসায়ী)

সর্বোত্তম ব্যক্তি ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত! হুযূর (সা.) বলেছেন, যে লোক নিজের বিবি-বাচ্চার নিকট উত্তম, সেই তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম। আমি আমার বিবি-বাচ্চাদের নিকট সর্বোত্তম ব্যক্তি।

(ইবনে মাজাহ, তিরমিযী)

অর্থাৎ– তোমাদের সকলের চেয়ে আমি আমার স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে অধিক সদ্ব্যবহার করি। সুতরাং তোমাদের উচিত আমার আনুগত্য করা।

দৈনন্দিন জীবনের কতিপয় বিশেষ আমল

শিশু জন্মের পর আমল

১। শিশু জন্ম হওয়ার পর তার ডান কানে আযান ও বাম কানে একামত বলা সুন্নাত। হযরত হুসাইন (রাঃ) এর জন্মগ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তার কানে আযান দেন এবং একামত পাঠ করেন। (যাদুল মাআদ)

২। সন্তানের কাটা চুলের ওজন পরিমাণ সোনা বা রূপা গরীবকে দান করা মুস্তাহাব।

৩। সন্তান জন্মের সপ্তম দিবসে আকীকা করবে। ঐ তারিখে কোন কারণে সম্ভব না হলে পরবর্তী সময় জন্মের আগের দিন যথাঃ বৃহস্পতিবারে জন্ম হলে বুধবার আকীকা করবে, তবে সপ্তম তারিখ ঠিক থাকবে। (শামী)

৪। সন্তান প্রথমে কথা বলতে আরম্ভ করলে প্রথমে তাকে কালেমায়ে তাইয়্যেব শিক্ষা দিবে।

৫। আযান এমন লোক দিবেন যার সাথে সন্তানের মায়ের পর্দা নাই। এমন লোক পাওয়া না গেলে অন্য লোক দ্বারাও আযান দেওয়াতে পারবে, তবে পর্দার খেয়াল রাখবে, অন্যথায় ছাওয়াবের পরিবর্তে গুনাহ হবে।

৬। ঘরের বাহির থেকে আযান দেওয়া সুন্নাতের বরখেলাপ।

৭। সন্তান জন্মিলে সর্বপ্রথম মধু বা কোন নেককার লোক দ্বারা খোরমা বা অন্য কোন মিষ্টি দ্রব্য চিবিয়ে লালার মত বানিয়ে আঙ্গুল দ্বারা শিশুর মুখের তালুতে লাগিয়ে দেয়া সুন্নাত। (যাদুল মাআদ)

৮। সন্তান জন্মের সপ্তম তারিখে তার মুসলমানী নাম রাখবে। সপ্তম তারিখের আগে মারা গেলে একটি মুসলমানী নাম রেখে দাফন করবে।

৯। সপ্তম দিবসে সন্তানের মাথা মুন্ডাবে এবং সম্ভব হলে মাথায় জাফরান মাখবে।

উত্তম ও খারাপ নামকরণের পরিণতির প্রথম ঘটনা ঃ মুয়াত্তা নামক ইতিহাসখ্যাত গ্রন্থে একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা এভাবে উল্লেখ আছে, মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করলেন "তোমার নাম কি?" সে উত্তর দিল "জামরত" যার অর্থ অগ্নিস্ফূলিঙ্গ। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, "তোমার বাসস্থান কোথায়?" সে উত্তর দিল, "বাহরুন্নার", অর্থ আগুনের গর্ভে। তিনি আবারও প্রশ্ন করলেন "কোন অংশে?" সে উত্তর দিল, "বেজাতিল্লাযা", অর্থ জ্বলন্ত অংশে। একথা শুনে হযরত ওমর বললেন "তুমি স্বীয় গোত্রের নিকট প্রত্যাবর্তন করে দেখ যে, তারা সবাই জ্বলে ছাই হয়ে গেছে। লোকটি পরে বর্ণনা করল যে, সত্যিই "আমি স্বীয় কওমের নিকট যেয়ে দেখি তারা সবাই ভস্মিভূত হয়ে গেছে।"

অনুরূপ আরও একটি ঘটনার উল্লেখ আছে, একদা প্রিয় নবী (সা.) একটি

দুগ্ধবতী ছাগল দোহন করার জন্য বললেন, কে এটাকে দোহন করবে? এক ব্যক্তি দন্ডায়মান হয়ে বলল, আমি। হুজুর (সঃ) তৎক্ষণাৎ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? সে উত্তর করল, মুররাহ (তিক্ত)। তিনি তাকে বললেন, বসো। পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, কে এটাকে দোহন করবে? দ্বিতীয় এক ব্যক্তি দাঁড়াল। তাকে নাম জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিল, হারব (যুদ্ধ-বিগ্রহ)। তাকে বললেন, বসো। পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, কে এটাকে দোহন করবে? এক ব্যক্তি দাঁড়াল, তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? সে উত্তর করল, ইয়ায়ীষ (সে বাঁচবে)। রাসূল (সঃ) তাকে দুগ্ধ দোহনের অনুমতি দিলেন।

প্রিয় নবী (সাঃ) এর নামে নামকরণের বরকত ঃ

রাসূল (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি (নিজের) কল্যাণ লাভের আশায় 'মুহাম্মাদ' নাম ধারণ করে, কিয়ামত পর্যন্ত তার বরকত লাভ হবে। (কানযুল উম্মাল)

রাসূল (সঃ) বলেছেন– একদল লোক যদি পরামর্শ করতে বসে আর তাদের মধ্যকার 'মুহাম্মাদ' নামক ব্যক্তিকে পরামর্শে শামিল না করে তবে তাদের পরামর্শে কোন কল্যাণ হবে না। (কানযুল উম্মাল)

রাসূল (সঃ) বলেছেন– যার একটি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করল, অতঃপর সে আমার প্রতি ভালোবাসা বশতঃ আমার নামের বরকত লাভের জন্য তার সন্তানের নাম 'মুহাম্মাদ' রাখবে, সে এবং তার সন্তান উভয়ই বেহেশতের অধিবাসী হবে। (কানযুল উম্মাল)

শিশুদেরকে মুহাব্বত করা ঈমানের অঙ্গ ঃ হাছান ও হুছাইন (রাঃ) সম্পর্কে বলতেন, এরা আমার গলার মণি। তিনি হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর বাড়িতে গমন করে বলতেন, আমার বাচ্চাদেরকে আনো। তাদেরকে আনা হলে তিনি তাদেরকে কোলে তুলে নিতেন, চুমো দিয়ে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরতেন। তাদের মুখের উপরে মুখ রেখে আদর করতেন। তাদের সম্পর্কে বলতেন, হে আল্লাহ! আমি এদেরকে ভালোবাসি। তাদেরকেও ভালোবাসি, যারা এদেরকে ভালোবাসে।

হযরত উছমান বিন যায়েদ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সা.) শিশুকালে আমাকে কোলে নিয়ে পায়ের এক উরুর উপর আমাকে এবং অন্য উরুর উপর হাছান (রাঃ) কে বসাতেন। তারপর আমাদেরকে বুকের সাথে চেপে ধরে বলতেন, হে আল্লাহ! এ দু'জনের উপর রহম করেন। আমি এদেরকে মুহাব্বত করি।

একদিন মহানবী (সা.) নাতি হাছানঁকে আদর দিয়ে চুমো দিলেন। আকরা বিন হাবিস নামক এক ব্যক্তি সে দৃশ্য দেখে বললো, আমার বাচ্চা দশটা। আমি একটিকেও আদর করি না। নবী (সা.) ওই ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে বললেন, যে দয়া করে না, আল্লাহ্ও তার প্রতি দয়া করেন না।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, জনৈক গ্রামবাসী নবীর নিকট এসে বললো, আপনারা কি শিশুকে চুমো দেন ও আদর করেন? আমরা তো শিশুকে চুমো দেই

না। মহানবী (সা.) বললেন, আমার কি ক্ষমতা! আল্লাহ্ যদি তোমাদের অন্তর থেকে দয়া-মায়া বিদায় করে থাকেন! বিশ্বনবী (সা.) হযরত হাছানকে নিজের ঘাড়ে উঠিয়ে নিয়ে বলতেন, হে আল্লাহ্! আমি তাকে ভালোবাসি, তুমিও তাকে ভালোবাস। কোন একদিন হাছান অথবা হুসাইন (রাঃ) মহানবীর ঘাড়ে উঠে ছিলেন। এক ব্যক্তি এ দৃশ্য দেখে খুশী হয়ে বললো, খুব সুন্দর সওয়ারী পেয়েছে তো! নবী (সা.)ও খুশী হয়ে বললেন, হ্যাঁ সওয়ারও খুব ভালো সওয়ার।!

হাসির অপর পীঠ

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ

اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ

"তোমরা কি আল্লাহ্র এই কালামে আশ্চর্যবোধ করছো এবং হাসছো, ক্রন্দন করছো না? (সূরা আন-নাজম)

হাসির অপর একটি দিক আছে। দুনিয়াতে যারা সেই দিকটিতে বিচরণ করেছে, তারাই কামিয়াব হয়ে গেছে। এই অপর দিকটির নাম হলো ক্রন্দন। বস্তুতঃ হাসির পরিপূরক হলো ক্রন্দন করা। পরিপূর্ণ মু'মিন হলো সে-ই, যে সামান্য হাসির পর অধিক ক্রন্দন করবে। যেমন মু'মিনের পরিচয় দিয়ে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ

وَاِذَا سَمِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ

"আর তারা রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা যখন শোনে; তখন আপনি তাদের চোখ অশ্রুসজল দেখতে পাবেন, এ কারণে যে তারা সত্যকে চিনে নিয়েছে।"

সুতরাং যারা সত্যকে চিনে নিয়েছে তারা হাসিতে আনন্দ পায় না। কারণ কঠিন দিবসটি সত্য এবং সমাগত। এখন হাসির চেয়ে কাঁদতেই অধিক মজা।

কবির ভাষায় ঃ

نہ جاگنے میں لذت نہ شب کے سونے میں
مزہ جو آتا ہے پچھلے پہر کے رونے میں

"রাত্রিতে জেগে থাকতে আনন্দ নাই, ঘুমেও মজা নাই; গভীর রাতে শুধু কাঁদতেই মজা।"

ঈমানে মুজমাল

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَائِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ وَاَرْكَانِهٖ

উচ্চারণঃ আ-মান্তু বিল্লাহি কামা-হুওয়া বিআস্মা-য়িহী-ওয়া ছিফা-তিহী-ওয়া ক্বাবিল্তু জামী-য়া' আহকামিহী ওয়া আরকা-নিহী।

অর্থ ঃ আমি আল্লাহ্র প্রতি ও তাঁহার যাবতীয় নাম সমূহ ও গুণাবলীর প্রতি যথাযথভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিলাম এবং তাঁহার সর্ব প্রকার আদেশ-নির্দেশ ও বিধানাবলী মানিয়া লইলাম।

কালেমায়ে তাইয়্যেব-. لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

উচ্চারণ ঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু-মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

অর্থ ঃ "আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেহ উপাস্য নাই, মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহ্র রাসূল।"

কালেমায়ে শাহাদাত

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.

উচ্চারণ ঃ আশ্হাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহূ লা-শারী-কালাহূ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আ'বদুহূ ওয়া রাসূ-লাহ্।

অর্থ ঃ "আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহই উপাস্য নাই। তিনি অদ্বিতীয়, তাঁহার কোন শরীক নাই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিশ্চয়ই হযরত মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল।"

কালেমায়ে তাওহীদ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَاحِدًا لَا ثَانِىَ لَكَ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اِمَامُ الْمُتَّقِيْنَ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

উচ্চারণঃ লা-ইলা-হা ইল্লা আন্তা ওয়াহিদাল্লা-ছা-নিয়ালাকা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লা-হি ইমা-মুল মুত্তাক্বী-না রাসূলু রব্বিল আ'-আমী-ন।

অর্থ ঃ " হে আল্লাহ! তুমি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য আর কেহই নাই। তুমি এক ও শরীকবিহীন। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) মুত্তাক্বীগণের নেতা ও বিশ্ব প্রতিপালকের রাসূল।

কালেমায়ে তামজীদ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ نُوْرًا يَّهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَاءُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اِمَامُ الْمُرْسَلِيْنَ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ.

উচ্চারণ ঃ লা-ইলা-হা ইল্লা আন্‌তা নূরাইইয়াহ্‌ দিয়াল্লাহ-হু লিনূরিহী। মাইয়্যাশা-উ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লা-হি ইমামুল মুরসালী-না খাতামুন নাবিয়্যী-ন।

অর্থ ঃ " হে আল্লাহ্‌! তুমি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য অন্য কেহই নাই তুমি জ্যোতির্ময় আল্লাহ্‌, তুমি যাকে ইচ্ছা তোমার স্বীয় জ্যোতি দ্বারা পথ প্রদর্শন করিয়া থাক। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) রাসূলগণের নেতা ও আখেরী নবী।

ইসলামের প্রথম স্তম্ভ সম্পর্কে আলোচনা করা হইল। এখন ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ নামাজ সম্পর্কে আলোচনা করিব। তবে ইহার পূর্বে নামাজের প্রয়োজনীয় কতক বিষয়ের আলোচনা করা দরকার। যেমন, অজু, গোছল, পাক-পবিত্রতা, আযান,ইকামত ইত্যাদি।

অজুর ফরজ ঃ অজুর মধ্যে চারটি ফরজ। যথা ঃ (১) সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল একবার ধৌত করা। (২) উভয় হাত কনুইসহ একবার ধৌত করা। (৩) মাথার এক চতুর্থাংশ একবার মাছেহ করা। (৪) উভয় পা টাখনুসহ একবার ধৌত করা। এই ফরজ সমূহের মধ্যে হইতে একটি কার্যও বাদ পড়িলে কিংবা একটি পশমের গোড়ায়ও পানি না পৌঁছিলে অর্থাৎ শুকনা থাকিলে অজু হইবে না।

অজু ভঙ্গ হইবার কারণ সমূহ

(১) প্রস্রাব-পায়খানার দ্বার দিয়া কোন বস্তু বাহির হওয়া। যথা ঃ প্রস্রাব করা, মল ত্যাগ করা, কৃমি, বায়ূ, পূঁজ ইত্যাদি বাহির হওয়া। (২) মুখ ভর্তি বমি করা। (৩) দেহের যে কোন ক্ষত স্থান হইতে রক্ত, পূঁজ বা পানি বাহির হইয়া গড়াইয়া যাওয়া। (৪) উচ্চ আওয়াজে নামাজের মধ্যে হাসিলে। (৫) নেশা জাতীয় কোন কিছু খাইয়া বেহুশ বা পাগল হইলে। (৬) দাঁতের গোড়া কিংবা মুখের অন্য কোন স্থান হইতে রক্ত বাহির হইলে। (৭) উলঙ্গ অবস্থায় নারী ও পুরুষের লিঙ্গ একত্রিত হইলে। (৮) তাইয়াম্মুমকারী পানি প্রাপ্ত হইয়া অজু করিতে সক্ষম হইলে। (৯) নিদ্রামগ্ন হইলে। (১০) বেহুশ হইলেও অজু নষ্ট হইয়া যায়।

অজু করিবার দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ. اَلْاِسْلَامُ حَقٌّ وَالْكُفْرُ بَاطِلٌ. اَلْاِسْلَامُ نُوْرٌ وَالْكُفْرُ ظُلْمَةٌ

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহিল্‌ আ'লিয়্যিল আযীমি, ওয়াল্‌হাম্‌দু লিল্লাহি আ'লা দ্বীনিল্‌ ইসলামি, আল ইসলামু হাক্কুন্‌ ওয়াল কুফ্‌রু বাত্বিলুন। আল ইস্‌লামু নূরুন্‌ ওয়াল্‌ কুফরু যুল্‌মাতুন।

অজু শেষ করিয়া পড়িবার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ. وَالَّذِيْنَ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাজ আ'ল্নী মিনাত্তাওয়্যাবীনা ওয়াজ আ'ল্নী মিনাল্ মুতাত্বাহ্হিরীনা ওয়াল্লাজিনা লা-খাওফুন আ'লাইহিম ওয়ালা-হুম ইয়াহ্যানূন।

তাইয়াম্মুমের ফরজ

(১) তাইয়াম্মুমের নিয়্যত করা। (২) তাইয়াম্মুমের বস্তুর উপর হস্তদ্বয় মারিয়া উহা ঘর্ষণ করতঃ সমস্ত মুখমণ্ডল একবার মাছেহ করা। (৩) তৎপর হস্তদ্বয় পুনঃ তাইয়াম্মুমের বস্তুতে মারিয়া ঘর্ষণ করতঃ প্রথমে বাম হস্তের তিনটি অঙ্গুল দ্বারা (কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমা) ডান হস্তের বৃদ্ধা ও শাহাদাত অঙ্গুলী দ্বারা ডান হস্তের পেট কনুই হইতে অঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত মাছেহ করা। তৎপর ডান হস্ত দ্বারা উক্ত নিয়মে বাম হস্ত মাছেহ করা।

তাইয়াম্মুমের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اَتَيَمَّمَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَالْجَنَابَةِ وَاسْتِبَاحَةِ لِلصَّلٰوةِ وَتَقَرُّبًا اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى.

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন আতাইয়াম্মামা লিরাফ্য়ি'ল হাদাছি ওয়াল জানাবাতি ওয়াসতিবাহাতাল্ লিচ্ছালাতি ওয়া তাক্বার্রুবান ইলল্লাহি তা'আলা।

বাংলা নিয়্যত ঃ আমি অপবিত্রতা হইতে পাক-পবিত্র হইবার জন্য এবং নামাজ আদায় ও আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভের জন্য তাইয়াম্মুম করিতেছি।

গোসলের বিবরণ

মানব দেহের নাপাকি ও ময়লাসমূহ দূর করিবার জন্য এবং স্বাস্থ্য রক্ষা ও শরীর সুস্থ রাখিবার জন্য গোসল করা একান্ত প্রয়োজন। স্বয়ং আল্লাহ তাআলাও গোসল করিতে আদেশ করিয়াছেন। গোসল চার প্রকার, যথা ঃ (১) ফরজ গোসল, (২) ওয়াজিব গোসল, (৩) সুন্নাত গোসল (৪) মুস্তাহাব গোছল।

ফরজ গোসল

(১) যে কোন কারণে উত্তেজনা বশতঃ বীর্য (ধাতু) নির্গত হইলে, (২) স্বপ্ন দোষ হইলে, (৩) স্বামী ও স্ত্রী সহবাস করিলে। এই তিন অবস্থায় স্ত্রী লোক ও পুরুষ লোকের গোসল করা ফরজ। (৪) স্ত্রী লোকদের জন্য হায়েজ ও নেফাসের পরে গোসল করা ফরজ।

ওয়াজিব গোসল

(১) কোন কাফের লোক জানাবাত অবস্থায় মুসলমান হইলে তাহার জন্য

গোসল করা ওয়াজিব হইবে। (২) মুর্দা ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া ওয়াজিব, তবে কোন কোন আলেম ফরজে কেফায়া বলিয়াছেন। মুর্দারের গোসল দাতাও গোসল করা ওয়াজিব, কিন্তু কোন কোন আলেম ইহাকে সুন্নাত বলিয়াছেন।

গোছলের ফরজ

গোসলের মধ্যে তিনটি ফরজ, যথা ঃ (১) গড়গড়ার সহিত কুলী করা, কিন্তু রোজা রাখাবস্থায় গড়গড়া করা নিষেধ। (২) নাকের ভিতরের নরম স্থান পর্যন্ত পানি পৌঁছাইয়া উত্তমরূপে নাক পরিস্কার করা, (৩) মাথা হইতে পা পর্যন্ত সমস্ত শরীরে পানি পৌঁছাইয়া ধৌত করা। উপরোক্ত তিনটি ফরজ কার্যের মধ্যে একটিও ছুটিয়া গেলে কিংবা শরীরের একটি পশমের গোড়া শুকনা থাকিলে গোসল শুদ্ধ হইবে না।

এস্তেঞ্জার বিবরণ

প্রস্রাব ও মল ত্যাগের পরে পবিত্র হওয়াকে এস্তেঞ্জা বলা হয়। এই এস্তেঞ্জা দুই প্রকার, যথাঃ (১) বড় এস্তেঞ্জা ও (২) ছোট এস্তেঞ্জা। মল ত্যাগের পরে পবিত্র হওয়াকে বড় এস্তেঞ্জা বলা হয়। এই প্রস্রাব ও মল ত্যাগ করিবার পর পবিত্রতা অর্জন করা সুন্নাত।

পায়খানার পূর্বের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثْ.

আল্লাহুম্মা ইন্নী আউ'যুবিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খাবায়িছি।

পায়খানার পরের দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَعَافَانِىْ.

আল্‌হামদু লিল্লাহিল্লাযী আয্‌হাবা আ'ন্নিল আযা ওয়া আ'ফানী।

আযানের বাক্য সমূহ. اَللّٰهُ اَكْبَرُ. اَللّٰهُ اَكْبَرُ.

"আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আক্‌বার" (দুইবার)

অর্থ ঃ আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান।

অতঃপর বলিবে ঃ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه

"আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌" (দুইবার)

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই।

অতঃপর বলিবে ঃ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰه.

"আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" (দুইবার)

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহ্‌র রাসূল।

অতঃপর ডান দিকে শুধু মুখমণ্ডল ফিরাইয়া বলিবে ঃ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ
"হাইয়্যা আ'লাচ্ছালাহ্" (দুইবার)
অর্থঃ নামাজের জন্য আসুন।

অতঃপর বাম দিকে শুধু মুখমণ্ডল ঘুরাইয়া বলিবে ঃ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ
"হাইয়্যা আ'লাল্ ফালাহ্" (দুইবার)
অর্থ ঃ নেক কাজের জন্য আসুন।

অতঃপর শুধু ফজরের আযানে বলিতে হইবে ঃ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ
"আচ্ছালাতু খাইরুম্ মিনান্নাওম্" (দুইবার)
অর্থ ঃ নামাজ নিদ্রা হইতে উত্তম।

অতঃপর বলিবে ঃ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ
"আল্লাহু আকবার আল্লাহু আক্‌বার" (একবার)
অর্থ ঃ আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান।

অতঃপর বলিবে ঃ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" (একবার)
অর্থ ঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই।

আযানের দোয়া

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوٰتِ التَّامَّةِ. وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ. اِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.

উচ্চরণ ঃ আল্লাহুম্মা রব্বা হাযিহিদ্ দা'ওয়াতিত তাম্মাতি, ওয়াচ্ছালাতিল ক্বায়িমাতি আতি মুহাম্মাদানিল্ ওয়াছীলাতা ওয়াল্ ফাযীলাতা ওয়াব্‌আ'ছুহু মাক্বামাম্ মাহমূদানিল্লাযী ওয়াআ'দ্‌তাহ্ ইন্নাকা লা-তুখলিফুল্ মীআ'দ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি এই পরিপূর্ণ আহ্‌বানের ও স্থায়ী প্রতিষ্ঠিত নামাজের প্রভু। হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে উছিলা এবং সমস্ত সৃষ্টির মাঝে মর্যাদা দান কর এবং তাঁহাকে ঐ প্রশংসিত স্থান দান কর যাহা তার জন্য তুমি ওয়াদাহ্ করিয়াছ। নিশ্চয়ই তুমি ভঙ্গ কর না অঙ্গীকার।

নামাজের ফরজসমূহ

নামাজের বাহিরে ও ভিতরে মোট ১৩টি ফরজ। নামাজের বাহিরে মোট ৭টি ফরজ, ইহাকে নামাজের আহকাম বলা হয়। যথা ঃ (১) শরীর পাক হওয়া, (২) পরিধানের কাপড় পাক হওয়া। (৩) নামাজের জায়গা পাক হওয়া।

(৪) সৃতর ঢাকা অর্থাৎ বস্ত্রাবৃত করিয়া নামাজ পড়া। (৫) কেবলামুখী হইয়া নামাজ পড়া, (৬) ওয়াক্ত মত নামাজ পড়া (৭) নামাজের নিয়্যত করা।

নামাজের ভিতরে ৬টি ফরজ

ইহাকে নামাজের আরকান বলা হয়। যথা ঃ (১) তাকবীরে তাহ্‌রীমা বলা। (২) কেয়াম করা, অর্থাৎ দাঁড়াইয়া নামাজ পড়া। (৩) কেরাআত পড়া। (৪) রুকূ করা। (৫) সিজদা করা। (৬) শেষ বৈঠকে বসা।

আহ্‌কাম ও আরকানের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

১। শরীর পাক হওয়া ঃ নামাজের পূর্বে অজু করিতে হইবে। ফরজ গোসলের দরকার হইলে গোসল করিতে হইবে। শরীয়ত সম্মত কোন গুরুতর ওজর থাকিলে অজু ও গোসলের পরিবর্তে তাইয়াম্মুম করিতে হইবে।

২। পরিধানের কাপড় পাক হওয়া ঃ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র কাপড় পরিধানন করতঃ নামাজ পড়িতে হইবে। যেহেতু অপবিত্র বা নাপাক কাপড় পরিধান করিয়া নামাজ পড়িলে উক্ত নামাজ শুদ্ধ হইবে না বা আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হইবে না।

৩। নামাজের জায়গা পাক হওয়া ঃ যেই স্থানে দাঁড়াইয়া নামাজ আদায় করিতে হয়, সেই স্থানটুকু পাক-পবিত্র হইতে হইবে নতুবা নামাজ আদায় করা যাইবে না এবং উহা আল্লাহ্‌র দরবারে কবুলও হইবে না।

৪। সতর ঢাকা বা আবৃত করা ঃ অর্থাৎ পুরুষের জন্য কমের পক্ষে হাঁটুর উপর হইতে পদদ্বয়ের গিরা পর্যন্ত এবং স্ত্রীলোকদের সর্ব শরীর আবৃত করিয়া নামাজ পড়িতে হইবে। নতুবা নামাজ আদায় হইবে না।

৫। ক্বেবলামুখী হইয়া নামাজ পড়া ঃ অর্থাৎ ক্বেবলাকে সম্মুখে রাখিয়া নামাজ পড়িতে হইবে। নামাজের মধ্যে ক্বেবলা সম্মুকে না থাকিলে বা ঘুরিয়া গেলে নামাজ আদায় হইবে না।

৬। ওয়াক্তমত নামাজ পড়া ঃ যেই ওয়াক্ত নামাজের জন্য যেই সময় নির্ধারিত সেই সময় নামাজ পড়িতে হইবে। নির্ধারিত সময়ের (ওয়াক্তের) পূর্বে বা পরে নামাজ পড়িলে উহা আদায় হইবে না।

৭। নামাজের নিয়্যত করা ঃ অর্থাৎ যেই ওয়াক্তে যেই নামাজ পড়িবে মনে মনে সেই ওয়াক্তের নিয়্যত করিতে হইবে। আর অন্যান্য ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল নামাজ পড়িলে উহার কথা নিয়্যতে উল্লেখ করিতে হইবে না।

নামাজের ভিতরের ফরজ সমূহ

৮। তাকবীরে তাহরীমা বলা ঃ নিয়্যত করিয়া "আল্লাহু আকবার" বলিয়া নামাজ আরম্ভ করা। অর্থাৎ নামাজের ভিতরে দুনিয়াবী কাজ-কর্ম হারাম বিধায় "আল্লাহু আকবার" বলিয়া দুনিয়াবী সমস্ত কার্যাদী ত্যাগ করতঃ আল্লাহ্‌র দরবারে

হাযিরা দেওয়া হয়। তাই এই তাকবীর বলিয়া নামাজ শুরু করা হয়, এই জন্য এই তাকবীরকে তাকবীরে তাহ্‌রীমা বলা হয়।

৯। ক্বেয়াম করা অর্থাৎ দাঁড়াইয়া নামাজ পড়া ঃ ফরজ নামাজ সমূহ বসিয়া পড়া জায়েয নাই, অতএব দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িতে হইবে। শরীয়াতী ওজর থাকিলে বসিয়া ফরজ নামাজ পড়া দুরস্ত আছে। আর সুন্নাত, মুস্তাহাব ও নফল নামাজ প্রয়োজনবোধে বসিয়া আদায় করা জায়েয আছে।

১০। কেরাআত পড়া ঃ অর্থাৎ কুরআন শরীফের কিছু আয়াত নামাজের মধ্যে পড়া ফরজ। সূরা ফাতিহার পরে কুরআন শরীফের যে কোন একটি সূরা অথবা বড় এক আয়াত কিংবা ছোট তিন আয়াত পড়া ফরজ।

১১। রুকূ করা ঃ অর্থাৎ কোমর বাঁকা করিয়া মাথা নত করা।

১২। সিজদা করা ঃ অর্থাৎ রুকূ হইতে দাঁড়াইয়া জায়নামাজের উপর নাক ও কপাল স্থাপন করা।

১৩। শেষ বৈঠকে বসা ঃ অর্থাৎ, দুই, তিন ও চার রাকআত বিশিষ্ট নামাজের শেস বৈঠকে বসা ফরজ। ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল ইত্যাদি নামাজের শেষ বৈঠকে বসাও ফরজ।

নামাজে দরকারী দোয়া ও তাস্‌বীহ সমূহ

জায়নামাজে দাঁড়াইয়া পড়িবার দোয়া ঃ

إِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

উচ্চারণ ঃ ইন্নী ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাতারাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বা হানীফাওঁ ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন।

অর্থ ঃ "যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন, নিশ্চয়ই আমি আমার মুখমণ্ডল তাঁহার দিকে ফিরাইলাম। আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।"

ছানা (সুব্‌হানাকা)

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعٰلٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ.

উচ্চারণ ঃ সুব্‌হানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাস্‌মুকা ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা ওয়া লা-ইলাহা গায়রুক।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র, সকল প্রশংসা তোমার জন্যই। তোমার নাম মঙ্গলময়। তোমার মহিমা অতি উচ্চ। তুমি ভিন্ন কেহই মা'বুদ নাই।"

তায়া'ব্বুজ ('আউযু বিল্লাহ) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

উচ্চারণ ঃ আউ'যু বিল্লাহি মিনাশ্‌শাইত্বানির রাজীম।

অর্থ ঃ বিতাড়িত শয়তানের প্ররোচনা হইতে আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

তাসমিয়া ঃ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

অর্থ ঃ পরম করুণাময় দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করিতেছি।

রুকুর তাসবীহ্ ঃ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِيْمِ

উচ্চারণ ঃ সুব্‌হানা রব্বিয়াল আ'যীম।

অর্থ ঃ আমার মহিমান্বিত প্রভু পবিত্র।

তাসমী ঃ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ

উচ্চারণ ঃ সামীআ'ল্লাহু লিমান হামিদাহ্।

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে, তিনি তাহা শোনেন।

তাহ্‌মীদ ঃ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

উচ্চারণ ঃ রব্বানা লাকাল হাম্‌দ।

অর্থ ঃ হে আমার প্রভু! সকল প্রশংসা আপনার জন্য।

সিজদার তাসবীহ ঃ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْاَعْلٰى

উচ্চারণ ঃ সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা।

অর্থ ঃ আল্লাহ অতি বড় ও পবিত্র।

তাশাহুদ (আত্তাহিয়্যাতু)

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ. اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ. اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ. اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.

উচ্চারণ ঃ আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াচ্ছালাওয়াতু ওয়াত্‌ত্বাইয়্যিবাতু, আচ্ছালামু আ'লাইকা আইয়্যুহান্ নাবিয়্যু ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্। আচ্ছালামু আ'লাইনা ওয়া আ'লা ই'বাদিল্লাহিছ্ ছালিহীন। আশ্‌হাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আ'ব্‌দুহূ ওয়া রাসূলুহূ।

অর্থ ঃ "মৌখিক, শারীরিক, আর্থিক সমস্ত ইবাদত ও পবিত্রতা আল্লাহ্‌র জন্য।

হে নবী! আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত, বরকত ও শান্তি বর্ষিত হউক। আমাদের প্রতি এবং আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ভিন্ন অন্য কেহ মা'বুদ নাই এবং ইহাও সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল।

দুরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْد. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّد كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْد.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা সল্লাইতা আ'লা ইব্‌রাহীমা ওয়া আ'লা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আ'লা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাক্‌তা আ'লা ইব্রাহীমা ওয়া আ'লা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ (সঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি সেইরূপ শান্তি বর্ষণ কর, যেইরূপ তুমি ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি বর্ষণ করিয়াছ। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও মহিমান্বিত। হে আল্লাহ্! মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ কর, যেইরূপ তুমি ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করিয়াছ। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও মহিমান্বিত।

দোয়া মাছূরা

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নি যালামতু নাফসী যুলমান কাছীরাওঁ ওয়ালা ইয়াগফিরুজ্জুনূবা ইল্লা আন্তা ফাগফিরলী মাগফিরাতাম মিন ইন্দিকা ওয়ারহামনী ইন্নাকা আন্তাল গাফুরুর রাহীম।

অর্থ ঃ হে আমার আল্লাহ্! আমি আমার নফসের উপর অনেক জুলুম করিয়াছি। তুমি ছাড়া পাপ মার্জনাকারী কেহই নাই। অতএব, হে আল্লাহ! অনুগ্রহপূর্বক তুমি আমার গুনাহগুলো মাফ কর এবং আমার উপর দয়া কর। নিশ্চয়ই তুমি দয়াময় ও পাপ মার্জনাকারী।

সালাম ঃ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ

উচ্চারণ ঃ আচ্ছালামু আ'লাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি।

অর্থ ঃ তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র শান্তি ও রহমত বর্ষিত হউক।

দোয়া কুনূত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَانَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ. اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقْ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তাঈনুকা ওয়া নাস্তাগ্ফিরুকা ওয়া নু'মিনুবিকা ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইকা ওয়া নুছনী আলাইকাল খাইরা ওয়া নাশ্কুরুকাওয়ালা নাক্ফুরুকা ওয়ানাখলাউ' ওয়ানাত্রুকু মাইইয়াফজুরুকা। আল্লাহুম্মা ইয়্যাকা না'বাদু ওয়া লাকা নুছাল্লী ওয়া নাস্জুদু, ওয়া ইলাইকা নাসাআ ওয়া নাহ্ফিদু ওয়া নারজূ রাহমাতাকা ওয়া নাখশা-আজাবাকা, ইন্না আজাবাকা বিল কুফ্ফারি মুলহিক্ব।

মুনাজাত

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ. وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

উচ্চারণ ঃ রব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুন্ইয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল্ আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়া ক্বিনা-আযাবান্নার। রব্বানা-তাক্বাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আন্তাস সামীউল আ'লীম। ওয়াতুব্ আ'লাইনা ইন্নাকা আন্তাত তাওয়্যাবুর রাহীম।

তওবায়ে ইস্তিগফার

اَسْتَغْفِرُاللّٰهِ رَبِّىْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

উচ্চারণ ঃ আসতাগ্ফিরুল্লাহা রাব্বী মিনকুল্লি জাম্বিওঁ ওয়া আতূবু ইলাইহি।

অর্থ ঃ "আমি সমস্ত গুনাহ্ হইতে তওবা করিতেছি এবং আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

নামাজের পরের তাসবীহ্ সমূহ

নিম্নের তাসবীহ সমূহ নির্দিষ্ট পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পরে ১০০ বার করিয়া পাঠ করিলে, আল্লাহ্র রহমতে দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গল ও কল্যাণ সাধিত হইবে।

ফজর নামাজে ঃ هُوَالْحَىُّ الْقَيُّوْمُ (হুয়াল হাইয়্যাল কাইয়ূম)

অর্থ ঃ তিনি (আল্লাহ তা'আলা) জীবিত ও স্থায়ী।

যোহর নামাজে ঃ هُوَالْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ.

উচ্চারণ ঃ হুয়াল আ'লিয়্যুল আ'যীম।

অর্থ ঃ তিনি (আল্লাহ তা'আলা) বিরাট ও মহান।

আসর নামাজে ঃ هُوَالرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ

উচ্চারণ ঃ হুয়ার রাহ্মানুর রাহীম।

অর্থ ঃ তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা) কৃপাময় ও করুণাময়।

মাগরিব নামাজে ঃ هُوَالْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

উচ্চারণ ঃ হুওয়াল গফূরুর রাহীম।

অর্থ ঃ তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা) ক্ষমাকারী ও দয়াশীল।

এশার নামাজে ঃ هُوَاللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ.

উচ্চারণ ঃ হুওয়াল্ লাত্বীফুল খাবীর।

অর্থ ঃ তিনি (আল্লাহ তা'আলা) পবিত্র ও অতি সতর্ক।

ইহা ব্যতীত প্রতি ওয়াক্ত নামাজের পরে سُبْحَانَ اللهِ (সুবহানাল্লাহ) ৩৩ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আলহামদু লিল্লাহ) ৩৩ বার এবং اَللهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) ৩৪ বার মোট একশত বার পাঠ করিলে অশেষ নেকী লাভ হইবে এবং রিযিক বৃদ্ধি হইবে ও বরকত পাইবে।

নামাজের জন্য কয়েকটি সূরা (উচ্চারণসহ)

সূরা ফাতিহা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ. اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ. صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ. غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ. اٰمِيْنَ.

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন। আর-রাহমানির রাহীম। মালিকি ইয়াওমিদ্দীন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাছ্তাঈ'ন। ইহ্দিনাছ সিরাত্বাল মুছতাক্বীম, সিরাত্বাল্লাজীনা আন্আ'মতা আ'লাইহিম। গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ্ দ্বা-ললীন। আমীন!

সূরা নাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ. مَلِكِ النَّاسِ. اِلٰهِ النَّاسِ. مِنْ شَرِّالْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. اَلَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِالنَّاسِ. مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ.

উচ্চারণ ঃ কুল্ আউ'যু বিরাব্বিন্নাস। মালিকিন্নাস। ইলাহিন্নাস। মিন শাররিল্ ওয়াস্ওয়াসিল্ খান্নাছ। আল্লাজী ইউওয়াস্বিসু ফী ছুদূরিন্নাস্। মিনাল্ জিন্নাতি ওয়ান্নাস।

সূরা ফালাক্ব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. مِنْ شَرِّمَا خَلَقْ. وَمِنْ شَرِّغَاسِقٍ اِذَاوَقَبْ. وَمِنْ شَرِّالنَّفّٰثٰتِ فِىْ الْعُقَدْ. وَمِنْ شَرِّحَاسِدٍ اِذَاحَسَدْ.

উচ্চারণ ঃ কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক্ব। মিন শাররিমা খালাক্ব। ওয়া মিন্ শাররি গাসিক্বীন ইযা ওয়াক্বাব্। ওয়া মিন শাররিন্নাফ্ফাছাতি ফিল উক্বাদ। ওয়া মিন শাররি হাসিদিন্ ইযা হাসাদ।

সূরা নসর - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَاجَاءَ نَصْرُاللّٰهِ وَالْفَتْحِ. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا.

উচ্চারণ ঃ ইযা-জা-আ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহু, ওয়ারা আইতান্নাছা ইয়াদখুলূনা ফীদীনিল্লাহি আফওয়াজা। ফাসাব্বিহ্ বিহামদি রব্বিকা ওয়াছতাগ্ফিরহু। ইন্নাহু কানা তাওয়্যাবা।

সূরা কাফিরূন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ. لَا اَعْبُدُ مَاتَعْبُدُوْنَ. وَلَااَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدْ. وَلَااَنَا عَابِدٌ مَّاعَبَدْتُّمْ. وَلَااَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدْ. لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ.

উচ্চারণ ঃ কুল ইয়া-আইয়্যুহাল্ কাফিরূন, লা-আ'বুদু মা'বুদূন। ওয়ালা আনতুম আ'বিদূনা মা-আ'বুদ। ওয়া লা-আনা আ'বিদুম মা-আ'বাত্তুম। ওয়া লা-আনতুম আ'বিদূনা মা-আ'বুদ। লাকুম্ দীনুকুম ওয়ালিয়া দ্বীন।

সূরা কাওসার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّآاَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرْ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَالْاَبْتَرُ.

উচ্চারণ ঃ ইন্না আ'ত্বাইনা কাল কাওছার। ফাছল্লি লিরাব্বিকা ওয়ান-হার। ইন্না শানিয়াকা হুওয়াল আব্তার।

সূরা ইখলাছ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَد. اَللّٰهُ الصَّمَد. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَد.

উচ্চারণ ঃ কুল হুআল্লাহু আহাদ। আল্লাহুছ ছামাদ। লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ, ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহূ কুফুওয়ান আহাদ।

সূরা লাহাব-بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ. مَااَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَاكَسَبْ. سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ. وَامْرَاَتُهٗ حَمَّالَةَ الْحَطَبْ. فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ.

উচ্চারণ ঃ ত্বাব্বাত ইয়াদা-আবী-লাহাবিঁউ ওয়া তাব্বা। মা আগ্না-আ'নহু মা-লুহু-ওয়ামা-কাসাব। ছাইয়াছ্লা-নারান্যা-তা লাহাবিঁউ ওয়ামরাআতুহু, হাম্মা-লাতাল হাত্বাব্। ফী-জী-দিহা-হাবলুম্ মিম্ মাসাদ।

সূরা কুরাইশ-بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِاِيْلٰفِ قُرَيْش. اِلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَاالْبَيْتِ. اَلَّذِىْ اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوْعٍ وَّاٰمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ.

উচ্চারণ ঃ লিঈলাফি কুরাইশিন, ঈলাফিহিম রিহ্লাতাশ্ শিতায়ি ওয়াছ্ ছাইফ। ফাল ইয়া'বুদূ রাব্বা হাযাল বাইতিল্লাযী আত্বআ'মাহুম মিন যূ-য়ি'ওঁ ওয়া আমানাহুম মিন্ খাউফ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-সূরা ফীল

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ. اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِىْ تَضْلِيْلٍ. وَاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ. تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيْلٍ. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَاْكُوْلٍ.

উচ্চারণ ঃ আলাম তারা কাইফা ফাআ'লা রাব্বুকা বিআছ্হাবিল ফীল। আলাম ইয়াজআ'ল কাইদাহুম ফী-তাদলীল। ওয়া আরসালা আলাইহিম ত্বাইরান আবাবীল। তারমীহিম বিহ্জিারাতিম্ মিন্ ছিজ্জীল। ফাজাআ'লাহুম কায়া'ছফিম্ মা'কূল।

কবর যিয়ারতের দোয়া

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبْعٌ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ.

উচ্চারণ ঃ আচ্ছালামু আ'লাইকুম ইয়া আহ্লাল্ কুবূরি মিনাল্ মুস্লিমীনা ওয়াল মুসলিমাতি ওয়াল্ মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনাতি, আন্তুম্ লানা সালাফুঁও ওয়া নাহ্নু লাকুম তাবাউ'ন্ ওয়া ইন্না ইন্শা-আল্লাহু বিকুম লাহিকূন।

এই দোয়া পাঠ করিবার পরে সূরা ফাতিহা, সূরা কাফিরূন, আয়াতুল কুরসী একবার করিয়া পাঠ করিবে। অতঃপর ১১ বার দুরূদ শরীফ পাঠ করিয়া ইহার ছাওয়াব কবরস্থানের মুর্দারগণের রূহের প্রতি ছাওয়াব রেছানী করিবে।

আর এইরূপে মুনাজাত করিবে। হে আল্লাহ! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, মু'মিন মুসলমান নর-নারীদেরকে এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা জিবীত আছে এবং যাহারা মৃত্যুবরণ করিয়াছে, সকলকে ক্ষমা করিয়া দাও। নিশ্চয়ই তুমি দোয়া-প্রার্থনা কবুলকারী। হে দয়াময় প্রভু! তুমি আমার পিতা-মাতাকে রহম কর, যেইরূপে তাহারা আমাকে শিশুকালে স্নেহের সহিত লালন-পালন করিয়াছেন। হে আল্লাহ! সৃষ্টির সেরা সাইয়্যিদুল মুরসালীন খাতামুন্ নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁহার বংশধরগণ এবং ছাহাবীগণের প্রতি রহম কর। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তাআলার জন্য। সমস্ত জগতবাসীর প্রতিপালক, তাদেরকে ও আমাদেরকে ক্ষমা কর। আমীন।

তাকবীরে তাশরীক

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হাম্‌দ।

ঈদুল আজহার নামাজের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ عِيْدِالْاَضْحٰى مَعَ سِتَّةِ تَكْبِيْرَاتٍ وَاجِبِ اللّٰهِ تَعَالٰى اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ.

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকয়া'তাই ছলাতি ঈদিল আদ্বহা মায়া' ছিত্তাতি তাকবীরাতি ওয়াজিবুল্লাহি তা'আলা, ইক্বতাদাইতু বিহাজাল ইমামি, মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

আক্বীক্বার দোয়া

اَللّٰهُمَّ هٰذِهِ عَقِيْقَةُ اِبْنِيْ فُلَانٍ دَمُهَا بِدَمِهٖ وَلَحْمُهَا بِلَحْمِهٖ وَعَظْمُهَا بِعَظْمِهٖ وَجِلْدُهَا بِجِلْدِهٖ وَشَعْرُهَا بِشَعْرِهٖ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا فِدَاءً لِاِبْنِيْ مِنَ النَّارِ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা হাযিহী আক্বীক্বাতুব্‌নী ফুলানিন্ দামুহা বিদামিহী ওয়া লাহ্‌মুহা বিলাহ্‌মিহী ওয়া আয্‌মুহা বিআয্‌মিহী ওয়া জিল্‌দুহা বিজিল্‌দিহী ওয়া শা'রুহা বিশা'রিহী। আল্লাহুম্মাজআ'লহা ফিদায়াল্ লিইব্‌নী মিনান্নারি। বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহু আকবার।

জানাজার নামাজের নিয়্যত ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُؤَدِّيَ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتِ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ الثَّنَاءُ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَالصَّلٰوةُ عَلَى النَّبِيِّ وَالدُّعَاءُ لِهٰذَا الْمَيِّتِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ.

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উওয়াদ্দিয়া আরবা'আ তাকবীরাতি ছলাতিল জানাযাত ফারদিল কিফাইয়াতি আচ্ছানাউ লিল্লাহি তা'আলা ওয়াছ ছলাতু আলান্ নাবিইয়্যি ওয়াদ দু'আউ লিহাযাল মাইয়্যিতি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

বিঃদ্রঃ আর যদি মুর্দার মহিলা হয় তবে لِهٰذَا الْمَيِّتِ এর স্থলে لِهٰذِهِ الْمَيِّتِ

পড়িতে হইবে।

বাংলা নিয়্যত ঃ আমি ক্বিবলামুখী হইয়া এই ইমামের পিছনে ফরজে কেফায়া জানাযার নামাজ চার তাকবীরের সহিত আল্লাহ্‌র প্রশংসা, নবীর প্রতি দুরূদ ও এই মুর্দারের জন্য দোয়াপ্রার্থনা করিয়া আরম্ভ করিলাম, আল্লাহু আকবার।

জানাযার ছানা

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَائُكَ وَلَاۤ اِلٰهَ غَيْرُكَ.

উচ্চারণঃ সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা ওয়াতাবা-রাকাছমুকা ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা ওয়া জাল্লা ছানাউকা ওয়া লাইলাহা গাইরুক্।

জানাযার নামাজের দুরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَسَلَّمْتَ وَبَارَكْتَ وَرَحِمْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ.

জানাযার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا. اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَأَحْيِهٖ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْإِيْمَانِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

বাংলা উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগফিরলি হাইয়্যিনা ওয়ামাইয়্যিতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গাইবিনা ওয়া ছগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনছানা, আল্লাহুম্মা মান আহ্‌ইয়াইতাহু মিন্না ফাআহয়িহী আ'লাল ইসলামি ওয়ামান তাওয়াফ্‌ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্‌ফাহু আলাল ঈমানি, বিরাহ্‌মাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন্।

আয়নায়ে হুর সংক্রান্ত একটি যুবকের আশ্চর্যজনক স্বপ্ন

আব্দুল ওয়াহেদ ইবনে জায়েদ (রহ) বলেন, তিনি একবার আল্লাহ্‌র রাস্তায় হিজরত করছিলেন। তার সাথে একটি যুবকও ছিল। বয়স তার ষোল। আল্লাহ্‌র কালেমাকে উচু করার জন্য তারা রোম এলাকায় যখন উপস্থিত হলো, তখন রোমীয় সৈন্যরা তাদের বাঁধা প্রদান করলো। শত্রুসেনা তাদেরকে চতুর্দিক হতে বেষ্টন করে ফেললো। ঠিক ঐ মুহূর্তে উক্ত যুবকটি চীৎকার করে বলতে আরম্ভ করলো হায়! আমি আয়নার জন্য পাগল হয়েগেছি। আমি তার জন্য অস্থির হয়ে যাচ্ছি। তার এ ধরনের কথা শুনে সবাই বলতে আরম্ভ করলো, ছেলেটি সম্ভবত পাগল হয়ে গেছে।

তারপর সে আবদুল ওয়াহেদ (রহ)-এর নিকট হাজির হয়ে বললো, "হে আব্দুল ওয়াহেদ! আমি তো আয়েনার জন্য পাগল হয়েগেছি। একথা শুনে আব্দুল ওয়াহেদ বললেন, হে বৎস! তোমার কি হয়েছে?

(আয়না নামক জান্নাতে একটি হুর আছে, যার ডান দিকে আছে সত্তর হাজার চাকর, বামে রয়েছে সত্তর হাজার চাকর, যার সামনে রয়েছে এক লাখ চল্লিশ হাজার চাকর। সে বলছে ঐ ব্যক্তি কোথায় যে সৎকাজের আদেশ দেয় আর অসৎ কাজ হতে বিরত থাকতে বলে।)

"ছেলেটি বললো, আমি স্বপ্নে দেখলাম এক ব্যক্তি আমার হাত ধরে বলছে যে, চল আমি তোমাকে আয়নার কাছে নিয়ে যাব। অতঃপর সে আমার হাত ধরে আয়নার কাছে নিয়ে চলল। দৃষ্টিগোচর হলো একটি পানির নহর। সেই নহরের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে মেয়েরা। তাদের পরিধানে এমনি সুন্দর পোশাক যা আমি কোনদিন দেখিনি। তাদের রূপ দেখে আমি পাগল হয়ে গেলাম।

সেই মেয়েগুলো আমাকে দেখে বললো, স্বাগতম! স্বাগতম! আয়নার স্বামী এসে গেছে। আমি প্রশ্ন করলাম, তোমাদের মধ্যে আয়না কে? তারা বললো, আমরা তো আয়নার চাকরাণী। আমাদের রাণী রয়েছেন আরো আগে। সেখানে গেলে তাকে পাবেন।

আয়নার অনুসন্ধানে অগ্রসর হলাম। তথায় দেখতে পেলাম একটি দুধের ঝর্ণার পাড়ে দাড়িঁয়ে আছে কতগুলো অনিন্দ সুন্দরী। যাদের দেখে আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। তারা আমাকে দেখামাত্র বলতে আরম্ভ করল, আপনার আগমন শুভ হোক! আয়নার স্বামীর জন্য সু-সংবাদ। আমি বললাম, প্রথমে বল দেখি আয়না কে? তারা আমাকে জানালো আমরা তো আয়নার সেবিকা। আপনি অগ্রসর হন তথায় আয়নাকে পাবেন।

আমি ভাবতে লাগলাম আয়নার বাঁদীদের সৌন্দর্য এত বেশী হলে আয়না কেমন হবে? এই কথাগুলো আমার মনে ঘুর পাক খাচ্ছিল। আয়নার সাথে আমার মুলাকাতের আগ্রহ আরও বেড়ে গেল।

আমি আরও অগ্রসর হলাম, দেখতে পেলাম একটি শরাবের ঝর্ণার ধারে দাঁড়িয়ে আছে কতগুলো অনিন্দ সুন্দরী যুবতী। তাদের লাবণ্যতা পিছনের সকল সুন্দরীদের ছাড়িয়ে গেছে। তারা আমার আগমনে বলতে লাগলো, আয়নার স্বামীর জন্য সু-সংবাদ! আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র বান্দীগণ! প্রথমত বল আমার আয়না কোথায়? তারা জানালো, আমরা আয়নার সেবিকা। আপনি অগ্রসর হন তাকে পাবেন।

আমি অতি উৎসাহে সামনে অগ্রসর হলাম। দেখতে পেলাম একটি মধুর নহর, যার কিনারে দাঁড়িয়ে আছে অপরূপ যুবতীগণ। যাদের বর্ণনা দেয়ার মত ভাষা আমার নেই। তারা আমাকে দেখামাত্র বলতে শুরু করলো, মারহাবা! মারহাবা! আয়নার স্বামী এসে গেছে। এমতাবস্থায় আয়নাকে দেখার জন্য আমার আগ্রহ আরও বেড়ে গেল। তাদের লক্ষ্য করে বললাম, হে আল্লাহ্‌র বান্দীগণ আয়না কি আছে? তারা জবাব দিল হ্যাঁ তিনি আছেন, আপনি আগে যান। সামনে অগ্রসর হয়ে

দেখি একটি তাঁবু। তাবুর সামনে দাঁড়িয়ে আছে অপাদমস্তক অলংকার সজ্জিত অনিন্দ সুন্দরী যুবতীগণ। তারা আমাকে দেখা মাত্রই তাঁবুর ভিতর গিয়ে আয়নাকে খবর দিল, হে আয়না! তোমার স্বামী এসে গেছে। তোমার স্বামী এসে গেছে।

আমি তাদের কথা শুনে দ্রুত অগ্রসর হলাম আয়নার তাঁবুর দিকে। তাঁবুর ভিতরে গিয়ে দেখি স্বর্ণ ও ইয়াকূতের মুক্তা জড়ানো পালংকের উপর আয়না বসে আছে।

[এই আয়না সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে, সত্তর হাজার চাকরাণী যার ডানে আর সত্তর হাজার চাকরাণী থাকবে যার বামে। পরণে থাকবে যার সত্তর জোড়া কাপড়। প্রতিটি জোড়া কাপড়ের রং হবে আলাদা। সত্তর প্রকারের সুঘ্রাণ থাকবে তার শরীরে। মাথায় থাকবে তার মুকুট। মুকুটে সত্তরটি ইয়াকূত পাথর থাকবে। তার একটি ইয়াকূত যদি দুনিয়ায় রাখা হয় তবে গোটা দুনিয়া আলোকিত হয়ে যাবে। তার মাথার চুল এত লম্বা হবে যে চলার সময় পা পর্যন্ত এসে যায়। সেই চুলের একটি চুলও যদি দুনিয়াতে রাখা হয় তবে গোটা দুনিয়া আলোকিত হয়ে যাবে। তার কাপড়ের সত্তর জোড়া ভেদ করে শরীর দেখা যাবে। তার গলায় দৃষ্টিপাত করলে স্বীয় চেহারা দেখা যাবে।]

আয়েনা আমাকে দেখে বলল "হে আল্লাহ্‌র দোস্ত! তোমার আমার মিলন খুবই নিকটে। তাকে দেখা মাত্রই আমার ইচ্ছা করলো তার সাথে একটু আলিঙ্গন করে নিই। ইতোমধ্যে তার দিকে অগ্রসর হলাম, ঠিক সেই মুহূর্তে আয়েনা আমাকে বললো, মানুষ বড় অধৈর্য। এখন নয়, এখন তো তুমি জিন্দা। ভয় পেয়ো না, কিছুক্ষণের মধ্যে তুমি আর আমি একই সাথে নাস্তা করবো।"

স্বপ্ন শেষে যুবকটি বললো, হে আব্দুল ওয়াহেদ (রহ)! আমি আর এক মুহূর্তও বাঁচতে চাই না। কারণ আমি আয়েনাকে হাসিল করতে চাই। অতঃপর রোমীয়দের বিরুদ্ধে এই ছেলেটিই প্রথম আল্লাহ্‌র রাস্তায় জান কোরবান করে শহীদ হয়ে গেলেন।

দ্বীনের জন্য মহিলাদের উদ্দেশ্য মাওলানা সাইদ আহমদ খান সাহেবের মূল্যবান নছীহত

* সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন খাদিজা (রাঃ)।
* সর্বপ্রথম শহীদ হলেন, হযরত সুমাইয়া (রাঃ)।
* দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সর্বপ্রথম বেশী ধন-সম্পদ ব্যয় করেন হযরত খাদিজা (রাঃ)।
* সবচেয়ে বড় মুহাদ্দিস হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ)
* দ্বীনের জন্য সীমাহীন কষ্ট করেছেন ফেরাউনের স্ত্রী হযরত আছিয়া (রাঃ)
* একজন নেককার নারী ৭০ জন ওলীর চেয়ে উত্তম।
* একজন বদকার নারী এক হাজার বদকার পুরুষের চেয়ে নিকৃষ্ট।
* একজন গর্ভবতী মহিলার দু'রাকআত নামাজ একজন গর্ভহীন মহিলার ৮০ রাকআত নামাজের চেয়েও উত্তম।

*যে মহিলা আল্লাহ্র ওয়াস্তে আপন সন্তানকে স্তনের দুধ পান করায়, তার প্রত্যেক ফোঁটা দুধের বিনিময়ে এক একটি নেকী তার আমালনামায় লেখা হবে।

* যখন স্বামী বাইরে থেকে পেরেশান হয়ে বাড়ী ফিরে তখন যদি তার স্ত্রী স্বামীকে মারহাবা বলে সান্ত্বনা দেয়, ঐ স্ত্রীকে জিহাদের অর্ধেক নেকী দান করা হয়।

* যে মহিলা আপন সন্তানদের কারণে রাতে ঘুমাতে পারে না, তাকে ২০টি গোলাম আজাদ করার নেকী দান করা হয়।

* যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে রহমতের নজরে দেখে এবং স্ত্রীও স্বামীকে রহমতের নজরে দেখে। আল্লাহ্ গাফুরুর রাহীম ঐ দম্পতিকে রহমতের নজরে দেখেন।

* যে মহিলা স্বামীকে আল্লাহর রাস্তায় পাঠিয়ে দেন এবং নিজের স্বামীর অনুপস্থিতির কষ্ট খুশীর সাথে বরদাশ্ত করে ঐ মহিলা পুরুষ অপেক্ষা ৫০০ বছর পূর্বে জান্নাতে যাবে এবং ৭০ হাজার ফেরেশতা তার এস্তেকবাল করবেন। তিনি হুরদের সর্দারনী হবেন। জাফরান দ্বারা তাকে গোসল করানো হবে এবং সেখানে সে স্বামীর অপেক্ষা করবে।

* যে মহিলা তার অসুখের কারণে কষ্ট ভোগ করে এবং তার পরেও সে সন্তানদের সেবা-যত্ন করে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ঐ মহিলার পিছনের সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দেন এবং ১২ বছরের নেকী দান করেন।

* যে মহিলা গরু, ছাগল, ভেঁড়া বা মহিষের দুধ দোহনের সময়ে বিস্মিল্লাহ্ বলে শুরু করে ঐ পশু তার জন্য দোয়া করে।

* যে মহিলা বিসমিল্লাহ্ বলে খাবার প্রস্তুত করে আল্লাহ্ তাআলা ঐ খাবারে বরকত দান করেন।

* যে মহিলা বেগানা (পর) পুরুষকে উঁকি মেরে দেখে, আল্লাহ্ জাল্লাজালালুহু ঐ মহিলাকে লা'নত (অভিসম্পাত) করেন। ভিন্ন পুরুষের জন্য বেগানা মহিলাকে দেখা যেমন হারাম, তেমনি মহিলাদের জন্যও (বেগানা) পুরুষকে দেখা হারাম।

* যে মহিলা যিকিরের সাথে ঘর ঝাড়ু দেয়, আল্লাহ্ পাক খানায়ে কা'বা ঝাড়ু দেয়ার ছাওয়াব তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করেন।

* যে মহিলা নামাজ রোজার পাবন্দী করে পবিত্রতা রক্ষা করে চলে এবং স্বামীর তাবেদারী করে চলে তাকে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে।

* দুই ব্যক্তির নামাজ মাথার উপর ওঠে না। (১) যে গোলাম তার মালিক থেকে পলায়ান করে। (২) ঐ নারী যে তার স্বামীর নাফরমানী করে।

* যে মহিলা গর্ভবতী অবস্থায় থাকেন তিনি বাচ্চা প্রসব না হওয়া পর্যন্ত দিনে রোজা ও রাত্রে নামাজরত থাকার নেকী পেতে থাকেন।

* সন্তান প্রসবকালীন সময়ে প্রসবের যে কষ্ট হয়, প্রতিবারের ব্যথার কারণে হজ্জের নেকী দান করা হয়।

* সন্তান প্রসবের ৪০ দিনের মধ্যে মারা গলে তাকে শাহাদাতের ছাওয়াব ও মর্তবা দান করা হয়।

* সন্তান কান্নার কারণে যে মাতা সন্তানের জন্য বদ দোয়া দেয় না, বরং সবর করে, সেই জন্য তাকে এক বছরের নফল নামাজের নেকী দান করা হয়।

* যখন বাচ্চাকে বুকের দুধ পান করানো হয় তখন আসমান থেকে একজন ফেরেশতা সুসংবাদ দেন যে, আপনার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দেয়া হয়েছে।

* যখন স্বামী বিদেশ থেকে আসে তখন যে স্ত্রী খুশী হয়ে তাকে খানা খাওয়ায় এবং সফরকালীন সময়ে স্ত্রী স্বামীর কোন হকের খেয়ানত না করে, সে ১২ বছর নফল নামাজের ছাওয়াব পাবে।

* যে স্ত্রী স্বামীর সন্তুষ্টি নিয়ে ইন্তেকাল করেন, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব।

* যে স্বামী তার স্ত্রীকে একটি মাসয়ালা শিখাবে, সে স্বামীকে ৭০ বছর নফল ইবাদতের ছাওয়াব দান করা হবে।

* সকল জান্নাতীগণ আল্লাহ্ পাকের সাক্ষাতে যাবে, কিন্তু যে মহিলারা হায়া ও পর্দা রক্ষা করে চলেছে, স্বয়ং আল্লাহ তাদের সাথে সাক্ষাতে আসবেন।

* যে মহিলা পর্দা করে না, অন্য পুরুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে, ঐ সমস্ত মহিলা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, এমন কি জান্নাতের খুশবুও পাবেন না।

* যে নারী স্বামীকে দ্বীনের উপর চলার জন্য তাকিদ করেন, তিনি মা আছিয়ার সাথে জান্নাতে যাবেন।

পুরুষদের মেহনতের পাশাপশি মাছতূরাতের মধ্যেও মেহনত হওয়া জরুরী

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের প্রশংসার সাথে (মাছতূরাতের মেহনত) স্মরণ যোগ্য যে, দীর্ঘ দিন যাবত তাদের মধ্যে মুবারক দ্বীনের আলো ছড়ানোর মেহনত চলছে। যেহেতু আমাদের মাছতূরাগণ (মহিলা সমাজ)ও উম্মতে মুসলেমার গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। কাজেই পুরুষদের মেহনতের পাশাপাশি মাছতূরাতের মধ্যেও মেহনত হওয়া জরুরী। তবে যেমন তাদের মধ্যে মেহনত হওয়ার গুরুত্ব ও আবশ্যকতা রয়েছে, তেমনি তাদের মেহনতের বিষয় খুবই নাজুক ও স্পর্শকাতরও বটে। তাদের মেহনত যদি পূর্ণ সতর্কতার সাথে এবং বড়দের নির্ধারিত নিয়ম অনুসারে সঠিক পদ্ধতিতে না হয় তবে কঠিন ফেৎনা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা রয়েছে। কাজেই দ্বীনের মুবারক মেহনতকে ক্ষতি থেকে সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে নিম্নে বর্ণিত উছূলের অনুসরণ একান্ত বাঞ্ছনীয়।

সমাপ্ত